কলকাতা ও শিলিগুড়িতে কেন্দ্রীয় সমাবেশ

ইতিহাস সৃষ্টি করলেন কর্মচারী সমাজ

কলকাতায় বিশাল সমাবেশের একাংশ

লাগাতার ৪০ মাস ধরে বঞ্চিত হতে থাকা কর্মচারীরা সংগঠন নির্বিশেষে তাঁদের ক্ষোভ উগরে দিলেন গত ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ উত্তরে শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্ক এবং দক্ষিণে কলকাতার রাণী রাসমণি রোডে দুই ঐতিহাসিক জমায়েতের মধ্যে দিয়ে। শাসকের রক্তচক্ষু, প্রশাসনে তাদের আড়কাঠিদের হুমকি — সমস্ত কিছুকেই উপেক্ষা করে বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁরা হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের শাসক শ্রেণীকে, জানিয়ে রাখলেন প্রতিরোধের বার্তা, শপথ গ্রহণ করলেন অর্জিত অধিকার রক্ষায় সর্বশক্তি নিয়োগের। ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ কর্মচারীদের যে ঢেউ এদিন আছড়ে পড়লো ঐ দুই সমাবেশের জায়গায়, তা শাসকশ্রেণীর রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু তাতেও যদি তাদের ঘুম না ভাঙে, তাহলে আরো দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে, একথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে নেতৃবৃন্দের তরফে ঐ দুই সমাবেশে। সুবিশাল সমাবেশ দুটির মেজাজ ছাপার অক্ষরে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। তবু সংক্ষেপে সেগুলির বিবরণ তুলে ধরা হ'ল এখানে।

রানী রাসমণি রোডের জমায়েত দক্ষিণবঙ্গের ১২টি জেলা ও কলকাতার ৭টি অঞ্চলের নেতা-কর্মী-সদস্য বন্ধুদের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে বেলা ২টা থেকেই আলোড়িত হতে শুরু করে। দুপুর ২টা ২০ মিনিটে মঞ্চ থেকে ৫ দফা জরুরী দাবি সহ বর্তমানের জ্বলন্ত শ্রমজীবী মানুষের দাবিতে স্লোগানের প্রত্যুত্তরে গোটা সমাবেশ স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক শাখার পক্ষ থেকে পরিবেশিত গণসঙ্গীত গোটা সমাবেশকে অন্য মাত্রা যোগ করে। কলকাতার সমাবেশ পরিচালনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি অশোক পাত্র এবং অন্যতম সহ-সভাপতি চন্দন ঘোষ। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে এই

(তৃতীয় পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

শিলিগুড়িতে বিপুল সমাবেশের একাংশ

নবান্নে ডেপুটেশন

অবশেষে আলোচনার দরজা খুলল। অনমনীয় সরকার পশ্চিমবাংলার সংগ্রামী কর্মচারী সমাজের দৃপ্ত মেজাজের কাছে ডেপুটেশন নিতে বাধ্য হল। এর আগে আড়াই ডজন চিঠি দেওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে। প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত করেননি। সাম্প্রতিক কালেও কেন্দ্রীয় হারে ৪২ শতাংশ (পরে ৪৯ শতাংশ) বকেয়া মহার্ঘভাতা এবং ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের দাবি জানিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোনো সাড়া মেলে নি। তাই এবার পশ্চিমবাংলার তামাম কর্মচারীদের ক্ষোভ আর অসন্তোষের ঢেউ আছড়ে পড়ল। তার ধাক্কা গিয়ে পড়ল নবান্নের কারাগারে। ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ কলকাতায় এবং শিলিগুড়িতে কেন্দ্রীয় বিক্ষোভ সমাবেশ এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবিপত্র পেশের কর্মসূচীর প্রাক্কালে ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিই এবং জানাই কর্মসূচীর নির্ধারিত দিন। বেলা ১টায় তাঁর সমীপে আমরা উপস্থিত হয়ে দাবিপত্র পেশ করতে চাই। তদনুযায়ী ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ পৌনে ১টায় আমরা নিরাপত্তার বেষ্টনীগুলি পেরিয়ে নবান্নের পনেরো তলায় পৌঁছাই। বহু ক্যাবিনেট মন্ত্রীরও নাকি প্রবেশ নিষেধ এই পনেরো তলায়— এমনই নিয়ন্ত্রণ আর শৃঙ্খলে বাঁধা এখানকার প্রবেশাধিকার। নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে একপ্রস্থ তর্কাতর্কির পর নাছোড় আমরা অপেক্ষা করতে থাকি মুখ্যমন্ত্রীর তরফে কি

(তৃতীয় পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে)

সংগ্রামী হাতিয়ার
সেপ্টেম্বর ২০১৪
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র
৪৩তম বর্ষ □ পঞ্চম সংখ্যা □ মূল্য এক টাকা

সম্পাদকীয়

আন্দোলনের এই মেজাজ বজায় রাখতে হবে

১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪—এই একই দিনে, একই সময়ে দুটি কেন্দ্রীয় সমাবেশের ডাক দিয়েছিল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। একটি কলকাতার রানী রাসমণি এভিন্যুতে, অপরটি শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কে। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির কর্মচারীরা হাজির হয়েছিলেন কলকাতার সমাবেশটিতে। আর উত্তরবঙ্গের ছটি জেলার কর্মচারী হাজির ছিলেন শিলিগুড়িতে। দুটি সমাবেশেই উপচে পড়া ভীড়, উপস্থিত কর্মচারীদের স্বতঃস্ফূর্ততা এবং সংগ্রামী মেজাজ কয়েকটি বিষয়কে আরও একবার সুনিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করল। সেগুলি হল—

(১) আজও, পাহাড় থেকে সমুদ্র, সারা রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সর্বস্তরের কর্মচারীদের পরম ভরসাস্থল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। তাঁরা জানেন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও কর্মচারী স্বার্থকে সুরক্ষিত রাখতে জান কবুল লড়াই করতে পারে একমাত্র রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিই। এই বিশ্বাস, এই নির্ভরতা এতটাই গভীর যে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর ভেঙ্গে দেওয়ার হুমকিও তাঁদের এই উপলব্ধিকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারেনি।

(২) কার্যকরী সংগঠন তাকেই বলে, যে সংগঠন একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে, তার অনুগামী অংশের ক্ষোভ, শঙ্কা, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ঠিক দর্পণের মতোই তার দাবি-সনদে প্রতিফলিত করতে পারে। আর এই কাজে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি বরাবরই চ্যাম্পিয়ন। গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে, সবেমাত্র যখন পথ চলা শুরু করেছিল সংগঠন, ঠিক সেই সময়ে উত্থাপিত কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা ও ২৫ টাকা বিশেষ ভাতার দাবি থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত রচিত অসংখ্য দাবি সনদ সেই সাক্ষ্যই বহন করছে। এবারেও এই সংগ্রামী ট্র্যাডিশনের কোনো অন্যথা হয়নি। কেন্দ্রীয় সমাবেশের কর্মসূচীকে সামনে রেখে যে পাঁচ দফা দাবিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, তার প্রত্যেকটিই ছিল সর্বস্তরের কর্মচারীর মনের কথা। তাই এবারের সমাবেশ দুটিতে এমন বেশ কিছু মুখও দেখা গেছে, যাঁরা অতীতে কখনও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি আহূত কোনো কর্মসূচীতে অংশ নেন নি।

(৩) বর্তমানে যাঁরা রাজ্য প্রশাসন পরিচালনা করছেন, কর্মচারীদের প্রতি তাঁদের বিমাতৃসুলভ আচরণ আজ সকলের কাছেই দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। রাজ্য প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বকারী বৃহত্তম সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাথে আলোচনায় বসার মতো সৌজন্য বা শিষ্টাচার, গত সাড়ে তিন বছরে এই সরকার দেখায় নি। বর্তমান প্রজন্মের কর্মচারীদের কাছে এ এক ভয়ঙ্কর, অদৃষ্টপূর্ব অভিজ্ঞতা, কারণ তারা বরাবর রাজ্য প্রশাসনে বামফ্রন্ট সরকারকেই দেখেছে, আর বামফ্রন্ট সরকার কোনো স্বীকৃত সংগঠনের সাথেই এই ধরনের শিষ্টাচাররহিত আচরণ করত না। ফলে রাজ্য সরকারকে আলোচনায় বসতে বাধ্য করাও এবারের কর্মসূচীর আর একটা লক্ষ্য ছিল। সেই লক্ষ্যে পুরোপুরি সফল হয়েছে সংগঠন। মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনায় বসেছেন। আলোচনার ফলাফল কী হবে, তা ভবিষ্যৎ বলবে। কিন্তু অনমনীয় মনোভাবের খোলস ভেঙ্গে সরকারকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করতে পেরেছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে পরিচালিত কর্মচারী আন্দোলন।

(৪) রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি তার ইতিহাসের কোনো সাফল্যকেই একক কৃতিত্ব বলে জাহির করেনি। সমাজের অপরাপর অংশের মানুষের অংশগ্রহণে পরিচালিত গণ-আন্দোলনকে সর্বদাই সহায়ক ও পরিপূরক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছে, স্বীকৃতি দিয়েছে। এবারের সাফল্যও কোনো ব্যতিক্রমী বিষয় নয়। এই মুহূর্তে বিভিন্ন ইস্যুকে নিয়ে সারা রাজ্যই উত্তাল। সারদা কেলেঙ্কারি, নারী নিগ্রহ, মূল্যবৃদ্ধি, শিল্প পরিস্থিতির অবনতি, কলকারখানা বন্ধ হওয়া, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে বেনিয়ম, দুর্নীতি প্রভৃতি ইস্যু নিয়ে সারা রাজ্যই আজ প্রতিবাদ-প্রতিরোধে উত্তাল। সামগ্রিক এই পরিস্থিতিও এবারে ব্রেক-থ্রু করার ক্ষেত্রে অনেকটাই সহায়ক হয়েছে।

একথা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়, ১০ সেপ্টেম্বরের কর্মসূচী এই রাজ্যের কর্মচারী আন্দোলনের মেজাজ, ঐতিহ্য ও সংগ্রামী চরিত্রকে সরকারের সামনে তুলে ধরতে পেরেছে। একথাও বোঝাতে পেরেছে, আর যাই হোক হুমকি দিয়ে, বদলি করে, আক্রমণ করে, দাবি না মেনে কর্মচারী সমাজকে নতজানু করা যাবে না। প্রাক্ বাম জমানায় যাঁরা চেষ্টা করেছিলেন, সফল হন নি। এঁরাও হবেন না। কিন্তু আবার এটাও ঠিক, এখানেই থেমে গেলে চলবে না। এই বিপুল সমাবেশই সংগঠনের সর্বোচ্চ শক্তির বহিঃপ্রকাশ মনে করলেও চলবে না। বরং আরও অনেক বেশি শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করতে হবে। সরকারকে শুধু আলোচনায় বসলেই হবে না, পাঁচ দফা দাবির প্রতিটি দাবিকে মানতে হবে। আর তা করতে পারে, আরও তেজদৃপ্ত সাংগঠনিক কর্মসূচী, আরও বৃহত্তর সমাবেশ এবং অকুতোভয় মানসিকতা। আসুন, এখন থেকেই সেই প্রস্তুতি গ্রহণ করি। □

২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৪

রক্তচাপ নিরাময়

মানব শরীরে রক্তচাপের স্বাভাবিক মাত্রার হ্রাস অথবা বৃদ্ধি ব্যধি হিসাবেই চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্বীকৃত, কারণ ইহার প্রভাবে বিবিধ শারীরিক সমস্যার বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। স্বাভাবিক জীবনযাপনও কিয়ৎ মাত্রায় ব্যাহত হয়। বর্তমান সময়ে ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ ও বৃত্তিগত জীবন জটিল ও সমস্যা সঙ্কুল হইয়া উঠিতেছে। 'যৌথ পরিবার' হইতে 'অণু পরিবার' কেন্দ্রীকতায় বিবর্তন যেমন পারিবারিক দায়-দায়িত্বকে বহু স্কন্ধের পরিবর্তে একটি বা দুইটি স্কন্ধে কেন্দ্রীভূত করিতেছে, তেমনি ভোগবাদী সমাজের বর্ধিত চাহিদার সহিত তাল মিলাইয়া ছুটিবার দুর্নিবার বাসনাও বৃদ্ধি পাইতেছে। রাষ্ট্রের জনকল্যাণকামী ভূমিকার হ্রাস প্রাপ্তি ঘটিবার ফলে, অতীতের নিরাপদ পেশাগত ক্ষেত্রগুলিতেও আজ নিরাপত্তা বিপন্ন। সর্বোপরি মূল্যবোধের ক্ষয় আন্তঃব্যক্তি পারস্পরিক সম্পর্কের বিশুদ্ধতাকেও বহু ক্ষেত্রে কালিমালিপ্ত করিতেছে। উপরোক্ত উপসর্গগুলির সামগ্রিক যোগফল হইল দুশ্চিন্তা, উত্তেজনা, নিদ্রাহীনতা বৃদ্ধি এবং পরিণতি স্বরূপ রক্তচাপের স্বাভাবিক মাত্রার উত্থান অথবা পতন। সময়ের সাথে প্রসারিত হইয়া যা কার্যত গণব্যধির আকার ধারণ করিতেছে।

সম্প্রতি এই গণব্যধি রাজ্যের শাসকদলের রথী-মহারথীবৃন্দের অভ্যন্তরেও সংক্রমিত হইতেছে। তবে ইহার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিপুল দায়িত্ব নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালন করিবার ফলে এবংবিধ সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহা নয়। উহাদের রক্তচাপ বৃদ্ধির একমাত্র কারণই হইল একটি অতিকায় কেলেঙ্কারির ক্রমান্বয়ে আবরণ উন্মোচন এবং তাহার প্রতিটি স্তরে শাসকদলের 'কেষ্টি-বিষ্টু'গণের জড়িত থাকিবার প্রমাণাদি বিভিন্ন তদন্ত সংস্থার হস্তগত হওয়া। হিমশৈলের যতটুকু এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান হইয়াছে, তাহাতেই হৃদকম্পন ঘটিবার বিপুল সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হইতেছে। সর্বোপরি তদন্তজাত ফলাফল এক্ষণে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া ক্রমান্বয়ে ঊর্ধ্বমুখী হইয়া ক্ষমতার মূলকেন্দ্র অভিমুখে ধাবমান। এমতাবস্থায় শাসক গোষ্ঠীর রক্তচাপ বৃদ্ধির ঘটনায় আশ্চর্যান্বিত হইবার মতো কিছু নাই, বরং ইহাই স্বাভাবিক পরিণতি।

একটি সুপরিচিত প্রবাদ হইল 'কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ'। এক্ষণে উক্ত প্রবাদটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মনে হইতেছে। কারণ, শাসক দলের রথী-মহারথীবৃন্দের একটি একটি করিয়া নাম প্রকাশ্যে আসিবামাত্রই তাঁহারা কোনো না কোনো বেসরকারী হাসপাতালের নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ করিতেছেন। স্বভাবতই বেসরকারী হাসপাতালগুলিও চিকিৎসা প্রদানের নাট্য মঞ্চস্থ করিয়া মোটা অঙ্কের বিল হাঁকাইতেছে।

কিন্তু প্রকৃত দুশ্চিন্তার কারণ হইল শাসকরূপী রাজার হস্ত জনগণরূপী কাঙালের ধন চুরি করিয়া, প্রতারিত বহু পরিবারের জীবন যাপনকেই চরম অনিশ্চয়তার প্রতি ঠেলিয়া দিয়াছে। এই সকল সর্বসান্ত মানুষের পাশে দাঁড়াইয়া, ঠগ বৃত্তির সহিত যাঁহারা যুক্ত, তাঁহারা যত বৃহৎ হস্তীই হউন না কেন, আইনী আদালতের পাশাপাশি তাঁহাদের গণআদালতেও উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিতে হইবে। কারাগারের কুঠরিই হউক উহাদের রক্তচাপ নিরাময়ের ঠিকানা। □

৭ আশ্বিন, ১৪২১

শোক সংবাদ

বিনয় কোঙার

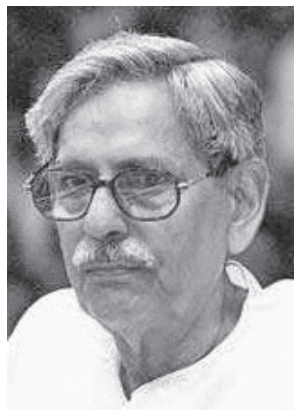

প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা ও সর্বভারতীয় কৃষক নেতা এবং রাজ্যের প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড বিনয় কোঙার প্রয়াত হয়েছেন। ১৪ সেপ্টেম্বর বিকাল সাড়ে তিনটায় মধ্য কলকাতায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর জীবনাবসান ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বৎসর। সম্প্রতি বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। গত আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে বাড়িতে পড়ে গিয়ে তিনি আঘাত পান। এরপর গত ২২ আগস্ট থেকে তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন একটি বেসরকারি হাসপাতালে। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে বামপন্থী মহল এবং খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে লড়াই সংগ্রামের অনান্য অংশেও। মৃত্যুকালে কমরেড বিনয় কোঙার সিপিআই(এম)-র কেন্দ্রীয় কমিটি ও রাজ্য কমিটির সদস্য ছিলেন। এছাড়াও সারা ভারত কৃষক সভার সর্বভারতীয় সভাপতি ছিলেন তিনি।

কমরেড বিনয় কোঙার ১৯৩০ সালের ২৪ এপ্রিল বর্ধমান জেলার মেমারিতে ধনী কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দাদা হরেকৃষ্ণ কোঙারের মার্কসবাদী চেতনার প্রভাব অল্প বয়সেই পড়েছিল বিনয় কোঙারের জীবনে। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি মোট ৬ বছর ৩ মাস জেলে থেকেছেন। ৬ মাস থেকেছেন আত্মগোপনে। ১৯৬৬ সালে তিনি কৃষক সভার বর্ধমান জেলাশাখার নেতৃপদে আসেন। পরবর্তীকালে এই সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক, রাজ্য সভাপতি ও সর্বভারতীয় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৬৯ সাল, ১৯৭১ সাল এবং ১৯৭৭ সালে তিন তিনবার মেমারী কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে রাজ্য বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি যেমন সুবক্তা ছিলেন তেমনই ছিলেন সুলেখক। তাঁর দুই পুত্র ও দুই কন্যা বর্তমান। তিনি অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করতেন এবং কলকাতায় কৃষকসভার দপ্তরেই থাকতেন। তাঁর অঙ্গীকার অনুযায়ী মৃত্যুর পরপরই তাঁর চোখ দান করা হয়। তাঁর মরদেহ কলকাতা থেকে বর্ধমানে নিয়ে যাওয়া হয় ১৫ সেপ্টেম্বর। অসংখ্য মানুষ তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। বর্ধমান মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে তাঁর মরদেহ চিকিৎসা শাস্ত্রের কল্যাণে দান করা হয়। □

ইউ আর অনন্তমূর্তি

উডুপি রাজাগোপালচার্য অনন্তমূর্তি ছিলেন একজন বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক, জনমত গঠনে সক্ষম বুদ্ধিজীবী, জনস্বার্থে আপসহীন এবং নিজের বিশ্বাস ও দায়বদ্ধতাকে বিসর্জন দিয়ে চলতি হওয়ার পন্থী হতে নারাজ শালপ্রাংশু ব্যক্তিত্ব। তাঁর চরিত্র ও লেখনীর এই বৈশিষ্ট্যই যেমন তাঁর ভক্তকুলের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করেছে, একই সাথে বৃদ্ধি করেছে তাঁর সমালোচক ও নিন্দুকের সংখ্যাও। শেষ জীবনে রাজনৈতিক হিন্দুত্বের বিপদ সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করার কাজটি তিনি শুরু করেছিলেন।

১৯৩২ খৃস্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর কর্ণাটকের সিমোগা জেলার তীর্থহানি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের স্কুলেই ছাত্র জীবন শুরু হয় এবং পরবর্তীতে মহীশূরে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। মহীশূরের মহারাজা কলেজ থেকে ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যে বি এ ও এম এ পাশ করেন যথাক্রমে ১৯৫৫ ও ১৯৫৭ সালে। কলেজে অধ্যাপনার কাজে যুক্ত থাকাকালীন বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটি থেকে পি এইচ ডি (১৯৬৩) করেন। অধ্যাপনার কাজে তিনি প্রথমে যুক্ত ছিলেন হাসানা কলেজে এবং পরবর্তী কালে তাঁর নিজের কলেজ মহারাজাতে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ইংরাজি শিক্ষার দায়িত্ব নেন।

ইউ আর অনন্তমূর্তি তাঁর দীর্ঘ কর্মবহুল জীবনে বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বহু পুরস্কার ও শিরোপায় ভূষিত হয়েছেন। তিনি কেরালার কোট্টায়াম-এ মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বও পালন করেন। এছাড়াও সাহিত্য সংসদ, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ও পুণের ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউশনের কর্ণধার ছিলেন

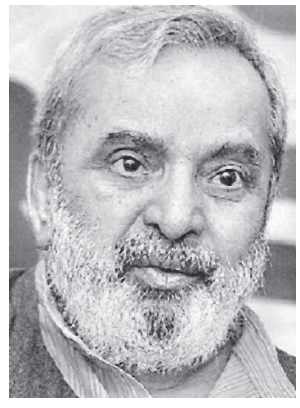

তিনি। পদ্মভূষণ ও জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে তিনি ভূষিত হন। সমাজের অভ্যন্তরে যে কোন ধরণের বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, সাধারণ মানুষের স্বার্থে অকুতোভয়ে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনে তিনি কখনও পিছুপা হননি। সত্য কথাটা অকপটে বলার জন্য তাঁকে বহু সময় বিতর্কের মধ্যে পড়তে হয়েছে। বিশেষত উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের রাজনৈতিক কর্মসূচী সম্পর্কে তিনি ছিলেন তীব্র সমালোচক। তাই তাঁর মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হলেও, তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আতসবাজি ফাটিয়ে উল্লাস প্রকাশ করে উগ্র মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলি! ২২ আগস্ট ২০১৪ এই প্রগতিশীল সমাজ সচেতন সাহিত্যিকের জীবনাবসান ঘটে। □

সইফুদ্দিন চৌধুরী

বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের প্রাক্তন সর্বভারতীয় নেতৃত্ব, লোকসভার প্রাক্তন সদস্য এবং পি ডি এস নেতা সইফুদ্দিন চৌধুরী গত ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ দিল্লীর একটি বেসরকারী হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন। সইফুদ্দিন চৌধুরী একাধিকবার বর্ধমানের কাটোয়া লোকসভা কেন্দ্র থেকে সংসদে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং একজন দক্ষ সাংসদ হিসেবে তাঁর ভূমিকা দলমত নির্বিশেষে সকলেই স্বীকার করতেন। বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর বক্তৃতা স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে সংসদীয় কমিটির সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে বরাবরই তিনি দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তাঁর স্ত্রী ও দুই পুত্র বর্তমান। সিপিআই(এম) -এর পক্ষ থেকে তিনি সংসদে নির্বাচিত হলেও, ২০০৯ সালে সিপিআই(এম)-এর সাথে সম্পর্ক ছেদ করে নতুন দল গঠন করেন। □

ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র

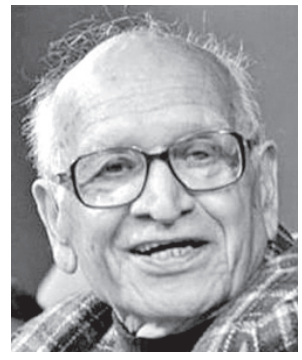

ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনাকারদের মধ্যে অন্যতম ও অগ্রণী ব্যক্তিত্ব বিপান চন্দ্র গত ৩০ আগস্ট ভোরে গুরগাঁওতে তাঁর নিজের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন।

ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র বাম-জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী হিসেবেই পরিচিত ছিলেন এবং অক্লান্তভাবে ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ নিয়ে কাজ করে গেছেন। তিনি অসাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির উপর বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন।

তাঁর মৃত্যুতে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। বামপন্থী রাজনৈতিক দল ও তাদের গণ সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের পক্ষ থেকেও গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে। □

ইতিহাস সৃষ্টি করলেন কর্মচারী সমাজ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সমাবেশে উপস্থিত সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান সুকোমল সেন, সমাবেশের প্রধান বক্তা সি.আই.টি.ইউ-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তপন সেন, ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক তপন দাশগুপ্ত, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক পীযূষ রায় এবং সংগঠনের প্রিয় সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক ও অন্যতম সহ-সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিনহার মঞ্চে আসন গ্রহণের আহ্বান এবং আসন গ্রহণের পরবর্তীতে সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক অসিত ভট্টাচার্য্য ৫ দফা দাবিতে কেন্দ্রীয় বিক্ষোভ সমাবেশ ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবিপত্র পেশ-এর কর্মসূচীর প্রস্তাব পেশ করতে গিয়ে বলেন বিগত ৫-৬ জুলাই ২০১৪ রাজ্য

তপন সেন

কাউন্সিল সভা থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিগত ২ মাস ধরে গোটা রাজ্যের প্রত্যন্ত ব্লক স্তর পর্যন্ত সমস্ত দপ্তরগুলি আলোড়িত করে সমিতি এবং কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বরা যেভাবে সফরসূচীর মধ্য দিয়ে এই সমাবেশের বার্তা কর্মচারীদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন আজকের জমায়েত তারই প্রতিফলন। বহু বাধা বিপত্তি এবং এক শ্রেণীর আমলার প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে সুদূর ঝালদা থেকে বনগাঁ, প্রত্যন্ত সুন্দরবনের সাগর থেকে মুর্শিদাবাদের উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত অবস্থানরত কর্মচারীরা যেভাবে আজকে উপস্থিত হয়েছেন তা শাসকশ্রেণীর বুকে কাঁপন ধরাতে বাধ্য। রাজ্যের বর্তমান সরকারের দ্বারা গত ৪০ মাস ধরে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা বিবিধ আক্রমণের সম্মুখীন। আক্রমণ সংগঠিত করে কর্মচারীদের অধিকার হরণের চেষ্টা চলছে। বহু লড়াই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে কষ্টার্জিত ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নিতে উদ্যত। ধর্মঘটীদের শোকজ, ডায়াস নন, বেতন কাটা শুধু নয়, কর্মী-নেতৃত্বকে চিহ্নিত করে নীতিহীনভাবে বদলী করা হচ্ছে। স্বাধীনতার পরবর্তীতে কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া এবং আর্থিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তৈরি হওয়া রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের একান্ত প্রিয় সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ভেঙ্গে দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে সরকারের প্রধানের পক্ষ থেকে। কিন্তু আমাদের একথা ভুলে গেলে চলবে না জন্মলগ্ন থেকেই কো-অর্ডিনেশন কমিটির ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস। কর্মচারী তথা শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে লড়াই আন্দোলনের রাস্তা থেকে কখনও সরে আসেনি, বিধানচন্দ্র রায় থেকে ৭২-৭৭-এর রাজ্য জুড়ে আধা ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের নায়ক সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বহু চেষ্টা করে, নেতৃত্বকে বদলী

মনোজ কান্তি গুহ

বরখাস্ত এমনকি মিসায় গ্রেপ্তার করে, দুষ্কৃতিদের দ্বারা খুন হলেও সংগঠনকে শেষ করা যায়নি। রাজ্যের কর্মচারী আন্দোলনের গৌরবজ্জ্বল ভূমিকার ঐতিহ্য বহন করছে আমাদের প্রিয় সংগঠন। আজকের এই ভয়ঙ্কর আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়েও পশ্চিম মেদিনীপুরের সুদূর বেলপাহাড়ী থেকে কোচবিহারের তুফানগঞ্জ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙ্গড় থেকে বাঁকুড়ার ইন্দাস সংগঠনের পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে রেখেছেন কর্মী-নেতৃত্বরা। এরাই সংগঠনের সম্পদ। যে কোনো কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিত, উদ্দেশ্য, অভিমুখ থাকে, আজকের ক্ষেত্রেও রয়েছে। মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতির আক্রমণ, আর্থিক দিক থেকে বঞ্চনা, নিয়মনীতিহীন বদলী, অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণসহ ৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কর্মচারী সমাজ আজ পথে নেমেছে। একইসঙ্গে আজকে লড়াই নব্য উদারনীতির বিরুদ্ধে দেশের গণতান্ত্রিক-শ্রমজীবী মানুষের অঙ্গ হিসাবে বিগত সময়ের ঐতিহ্যকে ধারণ করেই আগামী সমস্ত লড়াই আন্দোলনে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা সামিল হবে। পরবর্তীতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করা লিখিত প্রস্তাব সমাবেশের নিকট পাঠ করেন এবং উপস্থিত সকলের নিকট সমর্থনের আহ্বান জানান।

কলকাতার সমাবেশে নেতৃবৃন্দ

প্রস্তাবগুলির সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের প্রিয় সাধারণ সম্পাদক মনোজকান্তি গুহ প্রথমেই এই ঐতিহাসিক জমায়েতে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানান এবং নবান্নে প্রতিনিধিত্বমূলক ডেপুটেশনের বিষয়ে সমাবেশকে অবহিত করেন।

ঐতিহাসিক সমাবেশে কর্মচারীদের সামনে প্রিয় সাধারণ সম্পাদক বলেন আজকের এই কর্মসূচী সফল হয়েছে কো-অর্ডিনেশন কমিটির লাগাতার লড়াই-আন্দোলনের চাপে, কর্মচারীর চাপে নবান্নে

অসিত কুমার ভট্টাচার্য

আলোচনার দরজা খুলেছে। সংগ্রাম-আন্দোলনের মধ্য দিয়েই দাবি ছিনিয়ে আনতে হয়, আন্দোলন-সংগ্রামেই দাবি অর্জিত হয়। কেন্দ্রে এক নতুন পরিস্থিতি, উগ্র সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ পরিচালিত বিজেপি সরকার দ্রুত উদারীকরণের রাস্তায় হাটছে। শ্রমজীবী মানুষের ওপর আক্রমণ হচ্ছে একই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে নষ্ট করার মধ্য দিয়ে মানুষের ঐক্য ভাঙ্গার চেষ্টা চলছে। শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা গণতান্ত্রিক মানুষের অংশ হিসাবে কর্মচারীদের একান্ত কর্তব্য। রেল ভাড়া বৃদ্ধি, প্রতিরক্ষায় বিদেশি বিনিয়োগ সহ দেশ বিক্রির ষড়যন্ত্র করছে বর্তমান দেশের সরকার, এর সঙ্গে রাজ্য সরকারের সীমাহীন আক্রমণ। আজকের জমায়েত সফল করার কারিগর উপস্থিত আপনারাই। পরিস্থিতির দাবি এটাই যে এ সময় গুটিয়ে থাকার নয়, প্রতিবাদ-প্রতিরোধে যেতে হবে যে কোনো ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায়। শাসক শ্রেণির একটাই অস্ত্র, বদলী।

নবান্নে ডেপুটেশন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জানানো হবে তার উপর। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর জানানো হয় মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে দাবী সনদ গ্রহণ করবেন শিক্ষামন্ত্রী শ্রী পার্থ চ্যাটার্জী। তদনুযায়ী পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে আমরা দোতলায় নামি এবং শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হই। এ সম্পূর্ণ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

প্রথমেই মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে ১০ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় বিক্ষোভ সমাবেশ ও মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে দাবীপত্র পেশ এবং কর্মসূচীর প্রস্তাব তুলে দেন সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ। তারপর তাঁর সঙ্গে প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরু হয়। গোড়াতেই তিনি আমাদের প্রস্তাবটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন এবং দাবীগুলি নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন। শুরুতেই তিনি ওয়ার্ক চার্জড কর্মচারীদের অবস্থা ও তাঁদের সমস্যার কথা জানতে চান। আমরা সবিস্তারে বর্তমানে পরিস্থিতির কথা বলি এবং বিষয়টি তাঁকে দেখতে অনুরোধ করি। তিনি ওয়ার্ক চার্জড কর্মচারীদের জেলা ভিত্তিক তালিকা দিতে বলেন। আমরা জানাই দ্রুত এই তালিকা আমরা আপনার কাছে পেশ করব।

সমস্ত স্তরে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগের প্রসঙ্গটির আলোচনায় তিনি জানান, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের এক্তিয়ার খর্ব করা হবে না। মেধার মাধ্যমেই চাকরী হবে। তবে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিয়োগের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা কাটাতে হবে। আমরা কমিশন এবং পরিকাঠামোকে খর্ব করা এবং মেধার ভিত্তিতে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ প্রশ্নে সরকারের এযাবৎকালের প্রয়াস সম্পর্কে অভিজ্ঞতার কথা বলায় তিনি কমিশন কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষাসমূহ এবং তার নিয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট আমাদের দিতে বলেন। আমরা এ ব্যাপারে তাঁকে একটি রিপোর্ট জমা দেব বলে জানাই। অনিয়মিত/চুক্তি প্রথায় নিয়োজিত কর্মচারীদের দুর্দশার কথা বললে তিনি আইনগত সমস্যা ও আর্থিক অসুবিধার কথা জানান এবং বলেন যে রাজ্যে প্রায় আড়াই লক্ষ অনিয়মিত/চুক্তি প্রথায় নিয়োজিত কর্মচারী আছেন। আমরা এই গুরুতর সমস্যাটি সবিশেষ বিবেচনার জন্য তাঁকে অনুরোধ করি।

আলোচনা চলাকালীন তিনি জানান তাঁদের সরকারকে যে ফ্যাসিস্ট মনোভাবের সরকার বলা হয়েছে তা ঠিক নয়। তখন রাজ্য সরকারের নীতিহীন নিয়মবিরুদ্ধ বদলীর কথা এবং নবান্নে, খাদ্য ভবন সহ নানা স্থানে মিটিং মিছিল সভা সমিতির নিষেধাজ্ঞার কথা জানানো হয়। তাঁকে জানানো হয় যে শয়ে শয়ে কর্মচারীকে নির্বিচারে বদলী করা হচ্ছে। আমলাতন্ত্র এবং বিরোধী সংগঠনের নির্দেশে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বদলী ঘটছে। সমিতিগুলি এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা/মহকুমা নেতৃত্বের বদলীর কিছু উদাহরণ তাঁর কাছে রাখা হয়। তখন এ ব্যাপারে তিনি কিছু অভিমত দেন। আমরা জানাই এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করব। কিন্তু আমলাতন্ত্রের কর্মচারী বিরোধী কার্যকলাপ যাতে বন্ধ হয় তা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। আলোচনায় ৫ম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অংশের রিপোর্ট (টেকনিক্যাল কর্মচারীদের জন্য গঠিত অমিতাভ চ্যাটার্জী কমিটির রিপোর্ট) কার্যকরী করার জন্য দাবী জানানো হলে তিনি সরকারের আর্থিক অসুবিধের কথা জানান। আমরা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে সমাধানের জন্য অনুরোধ জানাই। এই প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের প্রসঙ্গটিও জোরালোভাবে উত্থাপন করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য ইতিমধ্যে ৭ম বেতন কমিশন গঠন এবং বেতন ভাতা ইত্যাদির প্রশ্নে কমিশনের কাজকর্মের অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের ক্ষেত্রে এই বেতন কমিশন গঠন যে জরুরী তা জানানো হলে পুনরায় তিনি সরকারের আর্থিক অক্ষমতার কথা উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে রাজ্য সরকার চতুর্দশ অর্থ কমিশনের কাছে wages and means-র (চতুর্দশ অর্থ কমিশনের কার্যকালে সরকারী কর্মচারীদের বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করতে এবং মহার্ঘভাতার জন্য সম্ভাব্য ব্যয়ভার ধরে বাড়তি বরাদ্দ) পৃথক ভাবে সুপারিশের যে কোনো সুপারিশ করেন নি তা জানানো হলে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং বিষয়টি সম্পর্কে খবর নেবেন বলে জানান। সর্বোপরি, মূল্যবৃদ্ধির ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত বেতনের ক্ষতিপূরণস্বরূপ বকেয়া মহার্ঘ ভাতা প্রদানের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়। এ ব্যাপারে কর্মচারী সমাজের বিপুল ক্ষোভ ও অস্থিরতার কথা তাঁকে জানানো হয়। শারদ অবকাশের আগে বকেয়া মহার্ঘভাতার বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য তাঁর কাছে দাবী জানানো হয়। তিনি বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদানের ব্যাপারে নমনীয় মনোভাব প্রকাশ করে জানান আমাদের তথা কর্মচারী সমাজের এই গভীর ক্ষোভ ও উদ্বেগের কথা তিনি অবশ্যই মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবেন। তিনি মেলা-উৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য সরকারের কয়েকশো কোটি টাকা খরচের কথা স্বীকার করে জানান যে, রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা ও বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করতে কয়েক হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন। এতদ সত্ত্বেও তিনি বকেয়া মহার্ঘ ভাতা প্রদানের ব্যাপারে আমাদের উদ্বেগের কথা মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবেন এই সুস্পষ্ট আশ্বাস দেন।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারী চারজন প্রতিনিধি হলেন আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্ত গুহ, যুগ্ম সম্পাদক অসিত কুমার ভট্টাচার্য, সভাপতি অশোক পাত্র ও অন্যতম সহ সম্পাদক বিজয় শংকর সিন্‌হা। □

একে হজম করতে হবে। নেতাকে আত্মত্যাগী, সাহসী, চেতনা সমৃদ্ধ হয়ে লড়াইয়ের ময়দানে যেতে হবে। এই সমাবেশকে সফল

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

করতে বিভিন্ন জেলা থেকে বাস ভাড়া করা হয়েছিল, গুণ্ডাবাহিনী বাস আসতে বাধা দিয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে বাস আসতে দেয়নি। কিন্তু কো-অর্ডিনেশন কমিটির ইতিহাস লড়াই সংগ্রামের ইতিহাস। খুন-বরখাস্ত, মিসায় গ্রেপ্তার হয়েছে নেতা-কর্মীরা কিন্তু আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যায়নি, শতবর্ষের দিকে সংগঠন দৃপ্ত পদে এগিয়ে চলেছে। একই সঙ্গে সাধারণ সম্পাদক কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিগত দিনের সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে জম্মু-কাশ্মীরের ভয়াবহ বন্যা কবলিত মানুষের জন্য ৫ (পাঁচ) টাকা হারে কুপন দ্রুততার সঙ্গে সংগ্রহ করার আহ্বান জানান।

সিআইটিইউ-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তপন সেন তাঁর বক্তব্যের শুরুতে এই সমাবেশকে ঐতিহাসিক বলে ঘোষণা করে বলেন যে আবহাওয়ায় আবার একটি পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। মানুষ ঘুরে দাড়াচ্ছেন। তিনি সমগ্র রাজ্য সরকারী কর্মচারী বন্ধুদের এবং একই সঙ্গে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ধন্যবাদ জানান একই সঙ্গে রাজ্যের দুটি প্রান্তে— কলকাতা এবং শিলিগুড়িতে ব্যাপক কর্মচারী

মানস কুমার বড়ুয়া

সমাবেশের মধ্যে দিয়ে শ্রমিক-কর্মচারী এবং সাধারণ মানুষের উপর যে ভয়াবহ আক্রমণ চলছে তার বিরুদ্ধে রণহুঙ্কার তোলার জন্য।

তিনি বলেন যে সুদীর্ঘ সংগ্রাম আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কতকগুলি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি পদ্ধতিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই অধিকারকে রূপায়িত করার লক্ষ্যে। পরিবর্তনের জমানায় আজ সেই প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিগুলিকে অস্বীকার করার চেষ্টা হচ্ছে। সেই জন্য কর্মচারীদের সব থেকে বড় প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন যখন চিঠি দেয়, তার জবাব পাওয়া যায় না। এমনকি প্রাপ্তি স্বীকার করার ভদ্রতাটুকুও করেন না। ফলে নেতৃবৃন্দ গেট ক্র্যাশ করে এই সমাবেশের মেজাজটাকে নবান্নের গেটে পৌঁছে দিয়েছেন এবং অবশেষে সরকার নেতৃত্বের সঙ্গে বসতে বাধ্য হয়েছেন। বর্তমান সরকার তার গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতাকে উপেক্ষা করে যখন মতলবি মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছিলেন, আজকের এই সমাবেশ তাতে নিঃসন্দেহে ধাক্কা দিয়েছে। এই চাপ বজায় রাখতে হবে, ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে—আজকের পরিস্থিতিতে এটাই দাবি। দাবি দাওয়া পূরণ না হওয়ার বিষয়টি শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মনোভাবের উপরই নির্ভরশীল নয়, এটা সমগ্র যে ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে নীতিতে চলছে, তার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই বিষয়টির উপরে যদি গুরুত্ব তৈরি না হয়, তবে আন্দোলনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যাবে না। আন্দোলনের দাবি দাওয়ার পৃষ্ঠভূমিতে দেশের যে আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং যে নয়া সর্বনাশা উদারবাদী নীতি—তার আসল মানুষখেকো চেহারাটাকে বুঝতে হবে, রাজ্য

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

বহুমাত্রিক সাংগঠনিক উদ্যোগ

রক্তদান কর্মসূচী

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, বাঁকুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে ১৪ আগস্ট ২০১৪ রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে এইদিন সভার উদ্বোধন করেন

বাঁকুড়া জেলায় রক্তদান

জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক পার্থ ঘোষ। এছাড়া সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা সম্পাদক অতনু মজুমদার। সভা পরিচালনা করেন ধর্মদাস ঘটক, রত্না সরকার ও সুনীল বাসুলীকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। রক্তদান কর্মসূচী শুরু হলে প্রথমে জেলা সম্পাদক সহ তিনজন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রক্তদান করেন। পরে কর্মী নেতৃত্বরা রক্তদান করেন। সর্বমোট ৩০ (ত্রিশ) জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। শিবিরে একশত জন কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, একই ভাবে ৩০ আগস্ট, '১৪ খাতড়া মহকুমা এবং ৭ সেপ্টেম্বর, '১৪ বিষ্ণুপুর মহকুমায় জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে রক্তদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে। □

বিগত ২৩ আগস্ট, ২০১৪ সংগঠনের **বীরভূম জেলার বোলপুর মহকুমা** কমিটির পক্ষ থেকে সামাজিক কর্মসূচী হিসাবে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও পঃবঃ সরকারী কর্মচারী সমিতি ডব্লু.বি.এম.ও.এ-র যৌথ উদ্যোগে রক্তদান কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়।

উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন নমিতা অধিকারী ও দূর্গাপদ হাজরাকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভার শুরুতে শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। গণসংগীত পরিবেশন করেন বাদল জানা। সভার গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মহকুমা সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও পঃবঃ সরকারী কর্মচারী সমিতির নেতৃত্ব। সভায় উপস্থিত ব্লাড ব্যাঙ্কের পক্ষে ডঃ তীর্থঙ্কর চন্দ্র রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বক্তব্য রাখেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ৫২ জন। ২ জন মহিলা সহ মোট ১৮ জন রক্তদান করেন। □

বিগত ১২ আগস্ট, ২০১৪ **দক্ষিণ ২৪ পরগনা** জেলার রক্তদান কর্মসূচী বারুইপুরে জেলা সংগঠন দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ হরপ্রসাদ সমাদ্দার মহাশয়।

ব্যাপক কর্মচারীর উপস্থিতিতে ৬ জন মহিলা সহ ৭৩ জন কর্মচারী রক্তদান করেন। পরিবারের থেকে ৫ জন রক্তদান করেছেন। □

ফায়ার সার্ভিস অফিসার্স এ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর আহ্বানে ১২-৯-১৪ তারিখে প্রধান দমকল কেন্দ্রে এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান কর্মসূচীর শুরুতে পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের পর একটি সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অরুণ কুমার চক্রবর্তী, বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দেবব্রত রায় এবং সমিতির সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর চক্রবর্তী ও অন্যান্য নেতৃত্ব। এই রক্তদান শিবিরে ২ জন মহিলাসহ মোট ৫৪ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে মহানির্দেশক মাননীয় সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। □

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় পরিদর্শক এ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় ২৯ আগস্ট, ২০১৪ নব-মহাকরণ ক্যান্টিন হল-এ। ১ জন মহিলা সহ ৩৮ জন সমবায় পরিদর্শক, সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক ও সমবায় কর্মী রক্তদান করেন। উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য

সমবায় পরিদর্শকদের রক্তদান

ও সংগ্রামী হাতিয়ারের সম্পাদক সুমিত ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, বিগত তিন বছরে নানা ধরণের আক্রমণ ও তীব্র আর্থিক বঞ্চনা সত্ত্বেও রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা রক্তদানের মত সামাজিক কর্মসূচী থেকে সরে আসেনি। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সীমন্ত ভট্টাচার্য বলেন, বিগত এক বছরে দুই শতাধিক সমবায় পরিদর্শক প্রতিহিংসা ও হয়রানিমূলক বদলীর শিকার হলেও অদম্য মনোবল নিয়ে তাঁরা রক্তদানের কর্মসূচীতে সামিল হয়েছেন। কর্মসূচীর শুরুতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন সংগঠনের কর্মীরা। সভাপতিত্ব করেন শুভাশিস গুহ। □

রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের **রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, নদীয়া জেলা** শাখার উদ্যোগে গত ৩১ আগস্ট ২০১৪, কৃষ্ণনগরে পাত্রবাজার সমিতি ভবনে সামাজিক কর্মসূচীর অন্যতম অঙ্গ হিসাবে রক্তদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে। নদীয়া জেলার অভ্যন্তরে ব্লক, মহকুমা ও সমিতিগুলির যৌথ উদ্যোগের মধ্য দিয়ে পরিবার পরিজনসহ রক্তদান কর্মসূচীতে রক্তদান করেছেন মোট ৪৫ জন। পরিবারের পক্ষ থেকে ২ জন রক্তদান করেছেন। তাঁদের মধ্যে ১ জন মহিলা সহ মোট ২ জন মহিলা রক্তদানে অংশ নেন।

স্থানীয় ব্লাড ব্যাঙ্ক-এর রক্তগ্রহণ করার মত পরিকাঠামো না থাকায় অনেক সদস্যকেই রক্তদান থেকে বিরত থাকতে হয়। রক্তদান কর্মসূচীকে সামনে রেখে একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রচার প্রস্তুতি সংগঠনের সর্বস্তরেই বিরাজমান ছিল যার ফলে শুধুমাত্র রক্তদাতাগণই নন উৎসাহদাতা হিসেবে প্রায় দেড় শতাধিক কর্মচারী উক্তদিনে সমিতি ভবনে উপস্থিত ছিলেন।

রক্তদান কর্মসূচীর প্রারম্ভিক সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলার সভাপতি প্রদীপ বিশ্বাস। জেলা সম্পাদক শঙ্কর ব্যানার্জী প্রাথমিক বক্তব্যের পর আনুষ্ঠানিকভাবে রক্তদান কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন নদীয়া জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক অজিত বিশ্বাস। তিনি তাঁর বক্তব্যের কর্মসূচীর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন এবং বর্তমান সময়ে এই মহান কর্মসূচী রূপায়নে পরিবার পরিজনসহ সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। □

গত ২২ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে বেলা ১১টায় দমকল বাহিনীর প্রধান কার্যালয় প্রাঙ্গণে **ফায়ার সার্ভিস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, ওয়েস্ট বেঙ্গল**-এর ৩৮তম বার্ষিকী স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী উদ্বোধন করেন মধ্যাঞ্চল কো-অর্ডিনেশন কমিটির কোষাধ্যক্ষ গৌতম ঘোষ। রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির দক্ষিণাঞ্চল সভাপতি সুভাষ পাল। শহীদ বেদীতে মাল্য অর্পণ করেন সভাপতিসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সমিতির সভাপতি, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি অসিত দত্ত বলেন, ১৯৭২ সালের ১৩ জুলাই তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতিকে ফোর্স পেনশনে পাঠায় রাজ্য সরকার। ১৯৭৭ সালের ১৩ জুলাই বামফ্রন্ট সরকার উক্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে সবেতন পুনর্বহাল করলে, সেই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে দমকল কর্মচারীগণ সর্বপ্রথম সেন্ট্রাল এভেনিউ দমকল কেন্দ্রে স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন এবং তার পর থেকে প্রতি বছর স্বেচ্ছায় রক্তদান করা হয় ইউনিয়নের উদ্যোগে এবং এই বছর তার ৩৮ বর্ষ। এছাড়াও ফায়ার সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল-র সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর চক্রবর্তী বক্তব্য রাখেন। উৎসাহী একজন ওপার বাংলার মানুষ ও ৪ জন মহিলাসহ ৬০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। □

পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ৯ দফা দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও প্রস্তাব গ্রহণের কর্মসূচী

গত ১১ আগস্ট থেকে ১৪ আগস্ট '১৪ বিভিন্ন দিনে সমিতির পাঁচটি অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে ৭টি স্থানে মূল্যবৃদ্ধি রোধ, গণবণ্টন ব্যবস্থা সচল করা, বকেয়া মহার্ঘভাতা, প্রদান পেনশন বেসরকারীকরণের উদ্যোগ প্রত্যাহার ইত্যাদি সাধারণ দাবি এবং টাইপিস্ট ক্যাডার ডাইং করার সরকারী সিদ্ধান্ত রদ করে বেসিক গ্রেডে টাইপিস্ট এবং নিম্নবর্গীয় সহায়ক/করণিকের শূন্য পদ পূরণ, কৃত্যক বিধির কর্মচারী স্বার্থবিরোধী স্বৈরাচারী সংশোধন বাতিল, স্বচ্ছতা এবং কর্মচারী চাকুরী প্রার্থীদের স্বার্থে লোকসেবা আয়োগের মাধ্যমে নিয়োগ, এক্স-ক্যাডার পদের কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের বকেয়া দাবিগুলি সমাধানে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমিতির আলোচনা, সর্বোপরি রাজ্যে মহিলাদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য আক্রমণ ও সন্ত্রাসের রাজত্ব রুখতে সাধারণ প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনকে উদ্যোগ নেওয়া প্রভৃতি ৯ দফা দাবিতে টিফিনের সময় বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। বিক্ষোভ সভা থেকে দাবিগুলির সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং পরবর্তীতে প্রস্তাবগুলি রাজ্যের মুখ্যসচিব ও অর্থসচিবের কাছে পাঠানো হয়।

মহাকরণ, নবমহাকরণ, মধ্যাঞ্চলের 'খাদ্যভবন', দক্ষিণাঞ্চলের লোকসেবা আয়োগ ও লবণহ্রদের বিকাশ ভবন, স্বাস্থ্যভবন, পঞ্চায়েত ভবনের এই সভাগুলিতে কর্মচারীদের উল্লেখযোগ্য আগ্রহ ও উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। নবান্নে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ বন্ধে সরকারী বিজ্ঞপ্তি থাকায় এবং ঐ সময় নিকটবর্তী স্থান না পাওয়ায় নবান্নের কর্মচারীরা বিক্ষোভ সভায় উপস্থিত হতে না পারলেও বাকি ৭টি স্থানে সর্বমোট উপস্থিত ছিলেন ৬৫৫ জন। □

ছাত্র-ছাত্রী সংবর্ধনা ও আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থ সাহায্য প্রদান

সংবর্ধিত ছাত্রছাত্রীদের সাথে অজয় মুখোপাধ্যায়

গত ২৪ আগস্ট'১৪ মহাকরণ ক্যান্টিন হলে পঃবঃ সেক্রেটারিয়েট এমঃ এসোঃ-এর উদ্যোগে সমিতির সদস্য / সদস্যাদের মাধ্যমিক / উচ্চমাধ্যমিক এবং সমতুল পরীক্ষায় এবছরে উত্তীর্ণ পুত্র-কন্যাদের সংবর্ধনা এবং জেলার আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের এককালীন ৬০০০ টাকা অনুদান প্রদানের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সমিতির সভাপতি অশোক ঘোষ এবং সহ সভাপতিত্রয় যথাক্রমে আরসেনিউস লাকড়া, গৌতম চ্যাটার্জী ও তপন দাসকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক তথা রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা অজয় মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করেন অধ্যাপক সমিতির নেতা শ্রুতিনাথ প্রহরাজ। এছাড়া রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রদীপ নাগ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত ভাষণ দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক মিলন দাস।

অজয় মুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে এই রাজ্যে রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের শুরুর দিনগুলি, বিশেষ করে মহাকরণ ক্যান্টিন হলের সঙ্গে তার সম্পর্ক তুলে ধরেন। বর্তমান নৈরাজ্যময় পরিস্থিতির উল্লেখ করে উত্তরণের স্বার্থে দৃঢ়তা ও সাহসিকতার প্রয়োজনীয়তা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে উল্লেখ করেন। অধ্যাপক প্রহরাজ তাঁর ছাত্রজীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষক হিসাবে বর্তমানে শিক্ষাজগতে শাসক রাজনৈতিক দলের মদতে সংগঠিত কিছু ঘটনার উল্লেখ করেন। প্রদীপ নাগ তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে ছাত্রদের উৎসাহিত করেন।

অনুষ্ঠানে চারটি জেলা যথা পঃ মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার একজন করে ছাত্র / ছাত্রীকে আর্থিক অনুদান এবং পুস্তক উপহার হিসাবে প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের হাতে পুস্তক এবং সংশাপত্র তুলে দেন সমিতির নেতৃত্ব।

অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক নৃত্য ও আবৃত্তি এবং সমিতির কর্মী মানস মুখার্জী পরিচালিত রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত সমকালীন সময় এবং তাঁদের সাহিত্য কীর্তি সংবলিত একটি ছোট্ট সুন্দর আলেখ্য ছায়াছবিতে পরিবেশিত হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রখ্যাত শিল্পী শুভেন্দু মাইতি এবং সমিতির সদস্যা জয়ন্তী সোরেন। □

নবম ফার্মাসিস্ট ডে উদ্‌যাপন

কলকাতার কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে গত ১০ আগস্ট, ২০১৪ রবিবার ওয়েস্ট বেঙ্গল ভেটেরিনারি ফার্মাসিস্টস এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে নবম ফার্মাসিস্ট ডে'র কর্মসূচী খুবই গুরুত্ব সহকারে প্রতিপালিত হয়।

অনুষ্ঠানের প্রথমে বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন ডঃ প্রদীপ কুমার দাস, অধ্যাপক, পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর বিষয় ছিল ঃ প্রাণীসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃমিদমনের সঠিক প্রয়োগে ভেটেরিনারি ফার্মাসিস্টদের ভূমিকা।

ডঃ ইন্দ্রনীল সামন্ত, অধ্যাপক পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, তাঁর বিষয় ছিল ঃ এনসেফেলাইটিস-এর সচেতনতা প্রসঙ্গে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন বাণীপ্রসাদ ব্যানার্জী। এছাড়া বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভেটেরিনারি ফার্মাসিস্টদের করণীয় প্রসঙ্গে আলোকপাত করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায়।

সমিতির বিচারে তরুণ চন্দ্র দে এবং প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অতনু মালিক এই দুইজনকে Best Pharmacist-এর পুরস্কার প্রদান করা হয়।

এই মঞ্চ থেকে ভেটেরিনারি ফার্মাসিস্টদের কৃতি সন্তান / সন্ততীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে ২৪২ জন কর্মচারী, পরিবার পরিজন এবং ছাত্র / ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

উপস্থিত ছিলেন ডিপ্লোমা ইন ভেটেরিনারি ফার্মেসী কোর্সের শিক্ষকবৃন্দ। সভা পরিচালনা করেন সুদীপ কুমার নন্দী, দুলাল চন্দ্র বসাক। □

‘আপনা সরকার, আচ্ছে সরকার’-এর হাতে শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণের ধারা আবার মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে

একশ দিন অতিক্রম করে গেল ‘আপনা সরকার, আচ্ছে সরকার’ এর প্রতিভূ মোদী সরকার। ক্ষমতার প্রয়োগে ইতিমধ্যেই সাম্প্রয়িকতাকে কেন্দ্র করে গেরুয়া বাহিনীর দ্বারা স্কুল শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, গবেষণার মানকে অধঃপতিত করে তোলার বিপর্যয়কর লক্ষণগুলো দেখা দিতে শুরু করেছে।

ইতিমধ্যেই ওয়াই সুদর্শন রাওকে নিয়োগ করা হয়েছে ইতিহাস গবেষণার ভারতীয় পর্ষদ-এর প্রধান হিসেবে। এর পিছনে শিক্ষাগত যোগ্যতার চেয়েও বেশী কাজ করেছে আর এস এস -এর হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শ এবং এটাই হয়ে উঠেছে শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান হওয়ার মানদন্ড।

কোন খ্যাতনামা পত্রিকায় রাও এর লেখাপত্র বেরোয় নি এবং তাঁর যা কিছু লেখাপত্র সবই রয়েছে ব্লগে দেওয়া লেখার রূপে। রাও তাঁর প্রবন্ধগুলোতে ঘোষণা করেছেন যে, প্রাচীনকালে জাত প্রথা ভালভাবেই কাজ করেছিল এবং আধুনিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে অতীত ইতিহাসের এই ব্যবস্থাকে বিচার করা ঠিক হবে না।

এটাই হচ্ছে সংঘ পরিবারের মতাদর্শ, যা অক্ষরে অক্ষরে মোদী সরকার পালন করতে চলেছে। বৈষম্যকে মূর্ত করে তোলা, তাকে প্রতিষ্ঠিত করা যে ব্রাহ্মণ্যবাদী স্তর বিন্যাস, তাকে সংঘ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ‘‘গোলওয়ালকার’’ জাতপ্রথাকে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে তুলনা করে যৌক্তিকতা প্রদান করেছিলেন— ‘‘ কোন উন্নত সমাজ যদি উপলব্ধি করে যে বিদ্যমান তারতম্যগুলো বৈজ্ঞানিক সামাজিক কাঠামোর জন্য রয়েছে এবং সেগুলো যদি সমাজরূপ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হয়। তবে ঐ বৈচিত্র্যকে বিচ্যুতি বলে বিবেচনা করা ঠিক নয়।’’ (অর্গানাইজার ১ ডিসেম্বর ১৯৫২)। সংঘ পরিবারের আর এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি দীনদয়াল উপাধ্যায় এই যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে বলেছেন— ‘চারটি জাত (বর্ণ) সম্পর্ক আমাদের ধারণায় সেগুলোকে বিরাট পুরুষে (আদি মানব) চারটি অঙ্গ বলে মনে করা হয়। এই অঙ্গগুলি শুধু একে অপরের পরিপূরকই নয়, সেগুলির মধ্যে স্বাতন্ত্র, ঐক্যও রয়েছে। রয়েছে স্বার্থ, নিজস্বতা, অস্তিত্বের অভিন্নতা। এই ধারণাকে যদি বাঁচিয়ে রাখা না যায় তবে জাতগুলো পরস্পরের পরিপূরক হয়ে ওঠার চেয়ে সংঘাতের জন্ম দিতে পারে। সেটা তাহলে বিচ্যুতিই হবে (ভি উপাধ্যায় অখন্ড মানবতাবাদ, ভারতীয় জনসংঘ, ১৯৬৫)। অসাংবিধানিক বৈষম্যমূলক জাত ব্যবস্থার কট্টর সমর্থক এখন ভারতের অগ্রগণ্য ঐতিহাসিক গবেষণা সংস্থার প্রধান হলেন।

আরও যা ভয়ঙ্কর রাও-এর লেখাতে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের ধ্যান ধারণার স্তুতি করা হচ্ছে যাঁরা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানকে পরিত্যাগ করে খোলাখুলিভাবে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার কথা বলেছেন। ডঃ বালরাজ কেশব হেডগেওয়ার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের তাত্ত্বিক নেতা, ১৯৩৯ সালের লেখা ‘We or our Nationhood defined’ বইতে লিখেছিলেন ‘হিন্দুস্তানে পুরাতন হিন্দু জাতি

একমাত্র থাকবে, আর কেউ থাকবে না। ... আমরা পুনরায় উল্লেখ করছি ঃ হিন্দুস্তান যা হলো হিন্দুদের বাসভূমি সেখানে একমাত্র থাকবে হিন্দু জাতি। ... যারা হিন্দু নয় তাদের হিন্দু জাতির ধর্ম সংস্কৃতি এবং ভাষা গ্রহণ করতে হবে ও জাতীয় বর্ণের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। যতদিন পর্যন্ত তারা তাদের বর্ণগত, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্যগুলি নিয়ে বিরাজ করবে ততদিন তার বিদেশী বলেই পরিগণিত হবে।’’ এই তাত্ত্বিক ভিত্তিতেই গড়ে উঠছে বি জে পি’র রাজনৈতিক বক্তব্য যাকে কেন্দ্র করে তাদের শিক্ষানীতি। ইতোমধ্যেই বলছে তারা মনুসংহিতার বর্ণাশ্রমের কথা।

অথচ ভারতীয় ইতিহাস এর বিপরীতে যে ধারাকেই বহন করছে— ‘‘ধর্মনিরপেক্ষতা মানে নাগরিক আইনের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য। এটা এমন একটা ব্যবস্থাকে সমর্থন করে যেখানে ধর্ম, জাতি, বর্ণ, ভাষা ইত্যাকার নানা পরিচিত নাগরিক পরিচিতির অধীন। এই পরিচিতি সকল নাগরিকের সমানাধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। যে সমাজে সংস্কৃতির বহুত্ব বিরাজমান সেখানে এই বিষয়টি উপযুক্ত যত্ন নিয়ে ভাবা দরকার।’’ (ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতার রূপ— রোমিলা থাপার।)

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে গুজরাট সরকার ব্যাপক হারে দীননাথ বাত্রার লেখা পাঠ্যপুস্তক গুজরাটের স্কুলগুলোতে বাধ্যতামূলকভাবে অনুপূরক পাঠ্য করে তুলেছে, এই বইগুলো মুখবন্ধ লিখেছেন নরেন্দ্র মোদী। বাত্রা দাবি করেছেন তার বইগুলোতে পশ্চিমী সংস্কৃতির বদলে ভারতীয় সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। কি আছে বই গুলোতে—

(১) উত্তর ভারতের উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রথাগুলোই ভারতীয় সংস্কৃতির মূল মাধ্যম হিসাবে স্থান পায়। দলিত সংখ্যালঘু বা ভারতের অন্যান্য নানা অঞ্চলের সাংস্কৃতিক লোকাচারগুলিকে ভারতীয় সংস্কৃতি বলে স্বীকার করা হয় না।

(২) একটি উপাখ্যানে কালো মানুষকে ‘নিগ্রো’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার তুলনা করা হয়েছে ‘মোষ’-এর সঙ্গে। কালো মানুষদের চামড়ার ‘আগুনে ঝলসানো রং’-এর বিপরীতে ভারতীয়দের চামড়ার রং-কে বর্ণনা করা হয়েছে ‘সঠিকভাবে সেঁকা রুটির’র মতো। বিদেশীদের তুলনা করা হয়েছে ভারতীয়দের পায়ের জুতোর সঙ্গে। এছাড়া কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত হিন্দুস্তানী শব্দগুলোকে বাতিল করার দাবি জানিয়েছেন কেননা সেগুলির মূল ভিত্তি বিদেশী বলে।

(৩) উদ্ভট তথ্য ঃ প্রাচীন ভারতীয়রা মোটর গাড়ী, স্টেম সেল চিকিৎসা পদ্ধতি ইত্যাদি আবিষ্কার করেছিলেন।

বাত্রা গর্ব করে দাবি করেছেন মানব সম্পদ বিকাশমন্ত্রী পাঠক্রমে তার প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলি চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পাশাপাশি শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কার সাধনের জন্য মোদী সরকার একটি কমিশন গঠনের পদক্ষেপের সমান্তরালভাবে ‘বাত্রা’ একটি বেসরকারী শিক্ষা কমিশন গঠন করেছেন যাতে শিক্ষার ভারতীয়করণ (পড়ুন সাম্প্রদায়িকীকরণ) এর জন্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়।

এই প্রসঙ্গে মোদী সরকার (প্রধানমন্ত্রী এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী) নীরব থেকে, পৃষ্ঠপোষকতায় বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম ব্যবহারে কোন রূপ আপত্তি না জানিয়ে আসলে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মধ্যে সংস্কারাছন্ন, অবৈজ্ঞানিক এবং বর্ণবাদী বিষয়বস্তুকেই প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তথাকথিত শিক্ষা সংস্কারের ধ্বজা তুলে ধরছেন।

বিগত এনডিএ সরকারের আমলে একই মতাদর্শের ভিত্তিতে মুরলী মনোহর যোশী মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী থাকাকালীন বি.আর. গ্রোভারকে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টোরিকাল রিসার্চ-এর ডিরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত করেন। যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের জন্য গ্রোভার কোর্টে প্রতিনিধিত্ব করেন।

এন সি ই আর টি-এর দায়িত্বে এসে জে এস রাজপুত পাঠক্রম পাল্টানোর চেষ্টা করেন। কে এস পান্নিকার, অর্জুন দেব, রোমিলা থাপার, বিপান চন্দ্র প্রভৃতির লেখাগুলি প্রকাশ এবং পড়ানো বন্ধ করে দেন। সিন্ধু সভ্যতার বদলে নামকরণ করা হয় সিন্ধু সরস্বতী সভ্যতা এবং স্কুলে সরস্বতী বন্দনার কথা বলা হয়। একই সঙ্গে ‘গুরুকূল সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ ঘটানো হয়। সংস্কৃতকে প্রধানতম ভাষা হিসেবে স্থান দেওয়ার কথা বলা হয়। জ্যোতিষ বিদ্যাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম করার কথা বলা হয়। ভারতীয় পুরতত্ত্ব পরিষদে এ এস আই-তে নিজেদের লোক বসিয়ে ফতেপুর সিক্রির তলায় মন্দির আছে এই কথা বলে খনন কার্য করার কথাও বলা হচ্ছে। তারই মতাদর্শের ধারাবাহিকতায় মোদী সরকার এই কার্যক্রম গ্রহণ করতে চলেছে।

এখনই এর বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে যাতে মোদী সরকারকে শিক্ষার নামে দেশের ছেলে মেয়েদের আর এস এস শাখাগুলোর পৌরাণিক অতিকথা এবং মিথ্যাচারকে জোর করে গেলানো না যায়। □

প্রিয়ব্রত ভৌমিক ও সুগত দাস

শ্রমিক কর্মচারীর ‘সুদিন’-এর স্বরূপ ‘শ্রম আইন সংস্কার’

মাত্র সাত দিন সময় নিয়েছে। প্রথমে ১ আগস্ট বিজেপি পরিচালিত রাজস্থানের বিধানসভায় সংখ্যাধিক্যের জোরে পাশ। তারপর ৭ আগস্ট কেন্দ্রে পেশ। ‘সুদিন’ লেআনেওয়ালা মোদিজীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার গোটা দেশের শ্রমিক-কর্মচারীদের উপর ডাণ্ডা মারার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শ্রম আইন সংস্কার বিলকে হাজির করে। না হলে কর্পোরেট ‘পিতা’রা কি বলবে! রাজস্থানের পর মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারও উদ্যোগী হয়েছে এই বিলগুলি পাশ করার জন্য। ডিটো।

প্রবল প্রতিবাদ জানাচ্ছে সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও বামপন্থীরা। রাজস্থানে বিল পেশের আগে ২৫ জুলাই সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলির উদ্যোগে ২৫ হাজার মানুষ প্রতিবাদে রাস্তায় নামে। বিজেপি সরকারের পুলিশ লাঠিচার্জ করে, একজন মহিলা শ্রমিককে লাঠি পেটা করা হয়। কোনো মহিলা পুলিশ ছিল না। পরিবহন দপ্তরে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন ৩০ ও ৩১ জুলাই কর্মবিরতি করে। পরিবহন, জল ও বিদ্যুৎকে বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে রাজস্থানে। এই গোটা প্রক্রিয়াটাই রাজস্থানে হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের ‘টেস্ট কেস’ হিসাবে। এ বামপন্থীদের কথা নয়। বলছেন বিজেপি প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়ন ভারতীয় মজদুর সংঘের সাধারণ সম্পাদক বিরেশ উপাধ্যায়।

কেন্দ্র বিল এনেছে যা রাজস্থানের তিনটি বিলের কার্বন কপি। ‘দি অ্যাপ্রেনটিস (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল’ এবং ‘ফ্যাক্টরিস অ্যামেন্ডমেন্ট বিল’। ইতিমধ্যে প্রথমটি লোকসভায় পাশ হয়ে রাজ্যসভায় পাশের অপেক্ষায়। কি আছে এই বিলে? কেন প্রবল বিরোধিতা করছে বাম, ডানসহ সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি। কারা এর স্রষ্টা?

উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ যাদের হাত ধরে ১৯৯১ সালে ভারতে ঢুকেছিল সেই কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার এই বিলের ড্রাফট সামনে এনেছিল। একই পথের পথিক উৎসাহিত বিজেপি সরকার আর দেরি করেনি। ‘দি অ্যাপ্রেনটিস (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল’-এ প্রস্তাবিত হয়েছে বর্তমান আইনে বড্ড বেশি রক্ষাকবচ আছে শ্রমিকদের! তা মালিকদের নিয়োগ করাতে উৎসাহিত করে না (তাই বেকারদের চাকরি হচ্ছে না!) বলা আছে ‘যে ক্ষতিপূরণের কথা বলা আছে তা মালিকদের ভয় উদ্রেককারী’। যে কোনো শ্রমিক সমস্যায় ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকার কথা বিবেচনায় রাখা হয়নি। সমস্যা সমাধানে স্বীকৃত ত্রিপাক্ষিক আলোচনাকে (ট্রাইপার্টাইট) (মালিকপক্ষ, শ্রমিক পক্ষ ও সরকার) অস্বীকার করে ইন্ডিয়ান লেবার কনফারেন্সের (ILC) মত তিনপক্ষ সংবলিত ফোরামগুলির অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে। সংশোধিত বিলে শ্রমিক কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণের বিষয়টি লঘু করা হয়েছে এবং মালিকদের শিক্ষানবিশদের নিয়োগ করতে রাজ্যের বাইরে থেকে নিয়ে আসার এবং নিজেদের সুবিধামতো নীতি (বেতন, কাজের সময় নির্ধারণ ইত্যাদি) নিয়ে শিক্ষানবিশ নিয়োগ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে মালিকরা কম মজুরি দিয়ে ও অতিরিক্ত কাজ করিয়ে সর্বাত্মক বঞ্চিত করবে শ্রমিকদের।

সবচেয়ে মারাত্মক ধারা সংযুক্ত হতে যাচ্ছে কোম্পানী বিলে। রাজস্থানের বিলে দেখা যাচ্ছে কাজের সময়ের বিস্তার ১০ ঘণ্টা থেকে বাড়িয়ে ন্যূনতম ১২ ঘণ্টায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বর্তমান আইনে চীফ ইন্সপেক্টর কারণ দর্শিয়ে লিখিতভাবে কাজের সময় বাড়াতে পারে। তা সংশোধন করে কোনো কারণ না দেখিয়েই শুধু একটা নোটিফিকেশন করে কাজের সময় বাড়াবার ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারকে। জনস্বার্থে (!) ওভারটাইম প্রতি কোয়ার্টারে ৭৫ ঘণ্টা থেকে বাড়িয়ে ১২৫ ঘণ্টা করা হয়েছে।

ট্রেড ইউনিয়নগুলি সঠিকভাবেই এই বক্তব্য তুলেছে যে এর ফলে নতুন নিয়োগ হবে না এবং শ্রমিক কর্মচারীদের শোষণ বাড়বে, তাদের অতিরিক্ত ভাতা দেওয়া হবে না উপরন্তু তারা ৮ ঘণ্টা কাজের পরও কাজ করে যেতে বাধ্য থাকবে।

এমনকি এই বিলের মাধ্যমে সরকার জাতীয় স্তরে ন্যূনতম মজুরি গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে।

বিজ্ঞান প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির ফলে উৎপাদনের উপকরণের মধ্যে প্রাযুক্তিক যন্ত্রের উন্নতির ফলে একজন শ্রমিক প্রচুর উৎপাদন করতে পারে। ফলত এখন শিল্পক্ষেত্রে কম শ্রমিক নিযুক্ত হয় এবং বহু ক্ষেত্র আলাদা আলাদাভাবে উৎপাদন করে অন্যত্র অ্যাসেম্বল করা হয়। কারখানার স্ট্যাটাস নির্ধারণে কন্ট্রাক্ট লেবার অ্যাক্টে থ্রেসহোল্ড লিমিট (ন্যূনতম যে সংখ্যক শ্রমিক থাকলে কারখানা আইনত স্বীকৃত) ২০ থেকে বাড়িয়ে ৫০ এবং ১০০ থেকে বাড়িয়ে ৩০০ জন করা হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে যে শিল্পে শ্রমিক-কর্মচারীরা ৫০-র নীচে তারা শ্রম আইনের যেটুকু সুরক্ষা আছে তার থেকে বঞ্চিত হবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ৩০০-র নীচে অবস্থান করে এমন শ্রমিক-কর্মচারীরা যে শিল্পক্ষেত্রে আছেন তাঁদের মালিকদের শ্রমিকদের ছাঁটাই, কাজ থেকে বসিয়ে দিতে কোনো অনুমতির প্রয়োজন হবে না!

তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নসমূহ। সিআইটিইউ, বিএমএস, আইএনটিইউসি সহ ১১টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন যুক্ত বিবৃতিতে জানিয়েছে, এই সংশোধনী শ্রমিকদের অধিকার কেড়ে নেবে এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে আঘাত করবে।

সিআইটিইউ-র সাধারণ সম্পাদক তপন সেন বলেছেন, এই আইনের ফলে গোটা দেশে ৮০ শতাংশ শিল্পে এবং তাদের শ্রমিক-কর্মচারীদের উপর ‘হায়ার এবং ফায়ার’ জমানা চালু হবে। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে যেহেতু প্রায় সমস্ত শ্রমিকই চুক্তিবদ্ধ তাই সর্বত্র তাঁদের উপর প্রবল শোষণ

(সপ্তম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে)

ইতিহাস সৃষ্টি করলেন কর্মচারী সমাজ

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

কো-অর্ডিনেশন কমিটির এটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্ব।

তিনি বলেন যে নয়া উদার আর্থিক-নীতির বিরুদ্ধে যে ১৪টি ধর্মঘট হয়েছে তাতে রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে সামনের সারির গুরুত্বপূর্ণ সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছে। সারা ভারতবর্ষের সবকটি রাজ্যের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারই সরকারী কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার এবং তাদের চাকুরীর স্থায়িত্ব সমন্বিত অধিকারগুলো আইনানুগভাবে লিপিবদ্ধ করে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যা সারা ভারতবর্ষে দৃষ্টান্ত। তৃণমূল সরকার চাইলেও তা এদিক ওদিক করতে পারবে না, তারা বড়জোর কিছু ভয় দেখাতে পারবে, এই প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে তিনি কর্মচারীদের কাছে আবেদন জানান যে চাকুরী ছেদের ভয়ে বা বদলীর ভয়ে তারা যেন ধর্মঘটের থেকে পিছিয়ে না আসেন, কারণ এটা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ঐতিহ্য নয়।

তিনি আরও বলেন যে পুরো প্রশাসন লুম্পেনদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে যাদের লক্ষ্য প্রতিবাদ করার ক্ষমতা যাদের আছে, সেই বামপন্থী শক্তিকে eliminate করে দেওয়া। এইরকম একটা প্রশাসনের মধ্যে সরকারী কর্মচারীরা, আধিকারিকরা এবং পুলিশ বাহিনী রয়েছেন একটা নিরন্তর অস্বস্তি নিয়ে। এই অস্বস্তিকে ক্রোধে পরিণত করা এবং ক্রোধকে প্রতিরোধে পরিণত করার কাজে কর্মচারী আন্দোলনকে প্রধান ভূমিকা নিতে হবে। এর মধ্য দিয়েই আমাদের প্রতিষ্ঠিত অধিকারগুলিকে রক্ষা করা যাবে।

এই লুম্পেনাইজেশন অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে আমরা আছি তা যত সঙ্কটাপন্ন হবে তা তার বিরোধী শক্তিকে নির্মূল করার জন্য প্রশাসনের মধ্যে পাশবিক প্রবৃত্তি সঞ্চারের তত বেশি করে চেষ্টা করবে। কিন্তু পাশবিকতা শেষ কথা বলে না। তিনি বলেন যে লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তন মানে শুধু একদলের পরিবর্তে আরেক দলের আসা নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিবাদীরা পিছন থেকে সরকার চালায়। কিন্তু পুঁজিবাদের বর্তমান সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পুঁজিবাদীরা আর পেছন থেকে সরকার চালাচ্ছে না, সরকারকে তারা অধিগ্রহণ করে নিয়েছেন and that is what Modi Govt. at the Centre is. এই কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনীতিতে আরও ব্যাপকভাবে বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটাতে চাইছে। দেশের আর্থিক ক্ষেত্র, বীমা ক্ষেত্র ও ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র-কে বিদেশি পুঁজির হাতে তুলে দিতে চাইছে। এই শক্তির হাতে অতিরিক্ত উপাদান তার সাম্প্রদায়িকতা। দেশকে বেচে দেবার প্রক্রিয়াকে প্রতিরোধহীন করে তোলার জন্য তারা প্রতিরোধের শক্তিকে দুর্বল করার জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করে। এই সামগ্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে, কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত সরকারের রাজনীতি সম্পর্কে উপলব্ধি কর্মচারী বন্ধুদের চেতনায় নিয়ে যেতে হবে।

তিনি জানান যে সমস্ত জনবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি হিসেবে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর দিল্লীতে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন এবং ফেডারেশনগুলি কনভেনশন ডেকেছে। এই কনভেনশনের ডিক্লারেশন নিয়ে প্রতিটি রাজ্য থেকে জেলা এবং ব্লক স্তর পর্যন্ত কনভেনশন সংগঠিত করে ডিসেম্বরে কোনো একটি দিনে সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস পালিত হবে।

তিনি মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আমাদের যে প্রস্তাব আছে তাতে আনাজের বাজারে, খাদ্যপণ্যের বাজারে ফাটকাবাজী বন্ধ করার দাবিটিও সন্নিবিষ্ট করার কথা বলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে আজকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে এই ফাটকা প্রবণ প্রযুক্তির দ্বারাই। এনডিএ আমলে অত্যাবশ্যক পণ্য আইন সংশোধন করে খাদ্যপণ্যের বাজারে ভবিষ্যতে বাণিজ্যকে আইনসঙ্গত করা হয়েছে। আর এই এনডিএ আমলে মমতা ব্যানার্জী ক্যাবিনেট মন্ত্রী ছিলেন। এত বড় অপরাধ থেকে তিনি হাত মুছে নিতে পারবেন না।

তিনি আরও বলেন যে সারদা কেলেঙ্কারী নিয়ে রোজই নতুন নতুন তথ্য উন্মোচিত হচ্ছে। আমরা চাইবো যে ইনভেস্টিগেশন চলছে, তা তার লজিকাল পরিণতিতে পৌছক। দোষীরা শাস্তি পাক। আমরা চাইবো না যে এই তদন্ত চলতে চলতে কেন্দ্রের দেশ বেচা সরকার আর রাজ্যের লুম্পেনদের সরকারের মধ্যে কোনো ডিল না হয়ে যায়। এ ব্যাপারেও আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। অনেক কিছু উন্মোচিত হচ্ছে। কিন্তু সেটা যাতে

লজিকাল পরিণতিতে পৌঁছয় সেটার জন্য শুধু তদন্তকারী সংস্থার উপর নির্ভর করলে চলবে না, মানুষকেও সোচ্চারে উচ্চারণ করতে হবে। এটাও আমাদের চেতনায় রাখতে হবে। তিনি সিআইটিইউ-র পক্ষ থেকে এই আন্দোলনকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক সভার উদ্দেশ্যে জানান যে ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখে ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী কর্মচারীদের ডায়াস নন করে একদিনের চাকরি কমিয়ে দেবার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে W.B.S.A.T. যে মামলা করা হয়েছে ২০১৩ সালে তার শুনানী গত ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে শেষ হয়েছে। এর রায় বের হবে ২০১৫-এর ৫ ফেব্রুয়ারী। এই রায় দেখে তার উপর ঠিক হবে

আমরা পরবর্তী পর্যায়ে হাইকোর্টে যাব কি না।

এরপর সভার সভাপতি মূল্যবৃদ্ধি রোধে ফাটকাবাজী এবং আগাম বাণিজ্য বন্ধের দাবি, প্রস্তাবে যোগ করা এবং জম্মু ও কাশ্মীরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলায় ৫ টাকার কুপন সংগ্রহ—এই দুই প্রস্তাবের সমর্থনে উপস্থিত কর্মচারীর হাত তুলে মতামত জানাতে বললে সভায় প্রস্তাব দুটি সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়।

এরপর সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

বাঘাযতীন পার্ক, শিলিগুড়ি ঃ

শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলা (কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা) নিয়ে অনুষ্ঠিত বিশাল সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি চুনীলাল মুখার্জী। সভার প্রারম্ভে গণসঙ্গীত পরিবেশন করে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সাংস্কৃতিক টিম, দার্জিলিং জেলা শাখা।

সুবিশাল সমাবেশে পাঁচ দফা দাবি সংবলিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং সংগ্রামী হাতিয়ারের সহযোগী সম্পাদক মানস কুমার বড়ুয়া। প্রস্তাবনা উত্থাপন করতে গিয়ে তিনি বলেন যে কর্মচারীদের জ্বলন্ত সমস্যা ও দাবি দাওয়া নিয়েই তৈরি হয়েছে এই প্রস্তাব। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিগত তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে অনেক আক্রমণ সংগঠনের উপরে নামিয়ে আনা সত্ত্বেও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি মাথা নত করেনি। যত আক্রমণ হয়েছে ততই বেশি বেশি করে কর্মচারীরা রাস্তায় নেমেছেন। আন্দোলন সংগ্রামে শামিল হয়েছেন। আজ পর্যন্ত যেটুকু দাবি আমরা আদায় করতে পেরেছি তা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এসেছে। তিনি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সংগ্রামী অতীতের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, জনগণ ও কর্মচারীর স্বার্থে কখনও আত্মসমর্পণ করেনি সংগঠন। পাঁচ দফা দাবিতে এই আন্দোলন ভবিষ্যতে আরও কঠিন সংগ্রামের মঞ্চ প্রস্তুত করবে। আগামী দিনে কেন্দ্র ও রাজ্যের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং জাতীয় তথা রাজ্য ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক শক্তির ভয়ঙ্কর আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামেও এই বিপুল সমাবেশ শক্তি যোগাবে। তিনি ৬টি জেলা থেকে আগত প্রত্যেক কর্মচারীকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে পাঁচ দফা দাবি সংবলিত প্রস্তাবটি সমাবেশে পাঠ করেন।

প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সহ-সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী বলেন যে, দাবিদাওয়া আদায়ে সমগ্র রাজ্যের কর্মচারী সমাজ আজ রাস্তায়। কলকাতার রানী রাসমণি এভিনিউ এবং শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক আজ কর্মচারী প্লাবনে ভেসে গেছে। তিনি বলেন যে কর্মচারীদের চাহিদাতেই আজকের এই আন্দোলন এবং কর্মচারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এই সমাবেশকে চূড়ান্ত সফল করেছে। এই সমাবেশ শুধু রাজ্য সরকারী কর্মচারী, বোর্ড কর্পোরেশন ও সরকার অধিগৃহীত সংস্থার কর্মচারীদের সমাবেশ নয়, এই সমাবেশ চুক্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীদের সমাবেশ, বেকার যুবক যুবতীদের সমাবেশ, সামগ্রিকভাবে রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থবাহী এই সমাবেশ। তিনি এরপর পাঁচ দফা দাবি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন। সহ-সম্পাদক আরও বলেন যে আমাদের ধারাবাহিক আন্দোলনের চাপেই মুখ্যমন্ত্রী না

বসলেও রাজ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি রাজ্যের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় আমাদের সাথে দাবি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এর আগে প্রায় তিন ডজন পত্র পাঠালেও যে সরকার আমাদের পাত্তাই দেয়নি, তাদের এই পরিবর্তন সমগ্র কর্মচারী সমাজের আন্দোলনের ফসল। তিনি বলেন রাজ্যে বেকার বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্যাপক হারে। অন্যদিকে সরকারী ক্ষেত্রে নিয়োগ বন্ধ। পাশাপাশি একটার পর একটা কারখানা বন্ধ হবার মধ্য দিয়ে নতুন করে বেকার সৃষ্টি হচ্ছে। তা সত্ত্বেও প্রশাসনের কোনো হেলদোল নেই। এই সামগ্রিক আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। তিনি আরও বলেন ক্ষমতাসীন হবার পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে গণতান্ত্রিকভাবে সংগঠন করা যাবে। কিন্তু তারপর আমাদের ঠিক উল্টো অভিজ্ঞতা হয়েছে। সংগঠন দপ্তর, নেতা-কর্মীদের উপর আক্রমণ, বদলী, মিথ্যা মামলায় জেল, ধর্মঘট করার জন্য একদিনের বেতন কাটা ও ডায়াস নন সহ নানা ধরনের আক্রমণ আমাদের সংগঠনের উপর নেমে এসেছে। একই সাথে আক্রান্ত অন্যান্য গণসংগঠন ও গণআন্দোলনও। আক্রান্ত জনগণ, বিশেষত নারী সমাজ। এর বিরুদ্ধে অন্যান্য ক্ষেত্রেও আন্দোলন সংগ্রাম নতুন মাত্রা পাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে আন্দোলন সংগ্রামের নতুন করে গতি লাভের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এই রাজ্যে। এইরকম ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি বরাবর সক্রিয় থেকেছে। আজকের এই আন্দোলনও সেই ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবে। কর্মচারী ও জনগণের স্বার্থে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সংগ্রাম জারি রাখবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়ে বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর সমাবেশের সভাপতি চুনীলাল মুখার্জী প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করান এবং ধন্যবাদসূচক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন। সমাবেশ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দুই প্রবীণ নেতা, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রবীর মুখার্জী এবং প্রদীপ নাগ, শিলিগুড়ি মহকুমা ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক নন্দা সেন এবং উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদকগণ। □

দেবাশীস রায়, প্রণব কর ও উৎসর্গ মিত্র

বিধ্বস্ত ভূ-স্বর্গ

ভয়াবহ বন্যায় ভূস্বর্গ কাশ্মীর বিধ্বস্ত। বিগত একশ বছরে এমন ভাবে বিপর্যস্ত হয়নি জম্মু-কাশ্মীরের জনজীবন। গত ৫ সেপ্টেম্বর থেকে টানা প্রবল বৃষ্টিতে কাশ্মীর উপত্যকার বিভিন্ন জেলার পরিস্থিতি গভীর উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ঝিলাম, সিন্ধু, তাওয়াই সহ একাধিক নদীর জলস্রোতে ভয়ঙ্কর আকার নেয়। প্রতি ঘণ্টায় জলস্তর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে মৃতের সংখ্যা। তাওয়াই নদীর জলস্রোতে জম্মুর বিভিন্ন অংশ জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এদিকে ঝিলমের জল বাড়তেই শ্রীনগরে জলের স্তর বেড়ে চলে। শহরের প্রাণ কেন্দ্র বলে পরিচিত লালচক এবং রিগ্যালচক প্রায় আট থেকে দশ ফুট জলের তলায়। শ্রীনগর মেডিক্যাল কলেজেও জল ঢুকে পড়ে। শহরের প্রধান শিশু হাসপাতাল জে বি পন্থ হাসপাতাল। বন্যার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এখানে সাতটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এদের বয়স ছিল কয়েকদিন। পরে আরো চারটি শিশু মারা যায়। বন্যায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হতেই ইনক্যুবেটরে থাকা শিশুগুলির মৃত্যু হয়। শ্রীনগর ছাড়াও রাজ্যের দশটি জেলা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ। বন্যার গ্রাসে চলে গেছে চার হাজার গ্রাম। জলস্রোতে এবং ধসে ধ্বংস হয়েছে অসংখ্য বসত গৃহ, কয়েকশ' কিলোমিটার পথ। রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। বন্যার জলে ভেসে গিয়েছে অর্ধশতাধিক সেতু। এছাড়াও বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে জল ঢুকে পড়ায় গোটা রাজ্যে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। মৃত্যু হয়েছে কয়েক শতাধিক মানুষের। সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় লক্ষাধিক বন্যা দুর্গত কে উদ্ধার করা হয়েছে। বেশ কিছু ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। যুব ফেডারেশনের পক্ষ থেকেও বেশ কিছু ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে।

কাশ্মীরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্যার্থে ৫ টাকার কুপনে মুক্ত হস্তে সাহায্য করার জন্য কর্মচারী বন্ধুদের কাছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি আবেদন জানাচ্ছে।

বিগত কয়েক বছর ধরে দেশে একাধিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় হওয়া সত্ত্বেও তার থেকে কোনো শিক্ষা নেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার। যদিও কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়-ই বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর খুলেছে কিন্তু তার ভূমিকা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন থেকে যায়। বানভাসী মানুষ জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করেছেন সামান্য ত্রাণ ও উদ্ধারের আশায়। প্রতিটি মুহূর্ত মরণ বাচন লড়াইয়ের শেষে ৪৮ ঘণ্টা বাদে দেখা মিলেছে উদ্ধারকারী দলের। এদিকে রাজ্য প্রশাসনের বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার প্রস্তুতি না থাকায় আগাম সতর্কতা জারি করেনি। সেনাবাহিনী ও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সঙ্গে রাজ্য সরকারের সমন্বয় না থাকায় উদ্ধার ও ত্রাণ কাজ ব্যহত হয়েছে। আবহাওয়া পরিস্থিতি উন্নতি হলে জল নামতে শুরু করেছে। ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে জলবাহিত রোগ। পানীয় জল, খাদ্যের অভাবের সঙ্গে বানভাসী মানুষের ত্রাণ না পাওয়ার ক্ষোভ আগুনের মত ছড়িয়ে পড়েছে।

জাতীয় সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতি বছর দেশে ৫ কোটি মানুষ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হন। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উন্নয়নের নীতি ও কর্মসূচী প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে জলবায়ুর পরিবর্তনকেও অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত বলে মনে করেন দিল্লীর Centre for Science & Environment (CSE)। না হলে আবার এই ধরনের বিপর্যয়ে, লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু ও বিপুল অর্থের সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সর্ববৃহৎ সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে জম্মু ও কাশ্মীরের বন্যা পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার নিয়ে অর্থ সংগ্রহ অভিযানে রাজ্যের সমস্ত অংশের কর্মচারীর কাছে অর্থ সাহায্য করার আহ্বান জানাচ্ছে। □

মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী

১১টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের আহ্বানে

৫ ডিসেম্বর দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস

নবগঠিত কেন্দ্রের মোদী সরকারের শ্রমিক বিরোধী নীতি, বেপরোয়া বিলগ্নীকরণ এবং প্রতিরক্ষা, রেল, বীমা সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বিদেশী লগ্নীর উর্দ্ধসীমা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আগামী ৫ ডিসেম্বর দেশ ব্যাপী 'প্রতিবাদ দিবস' পালন করার আহ্বান জানাল ১১টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন। নয়া দিল্লীতে ১৫ সেপ্টেম্বর এক জাতীয় কনভেনশন থেকে এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। এই কর্মসূচীর প্রস্তুতি হিসাবে সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসের মধ্যে রাজ্যস্তরে যৌথ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে। যেখানে সম্ভব যেখানে জেলাস্তরে এবং শিল্প ভিত্তিক যৌথ কনভেনশন হবে। শ্রমজীবী মানুষের জীবন জীবিকার ওপর মোদী সরকারের এই প্রচণ্ড আক্রমণ রুখতে ট্রেড ইউনিয়ন নির্বিশেষে সকলকে এক জোট হয়ে তীব্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে এই কনভেনশন থেকে। ৫ ডিসেম্বর দেশ ব্যাপী জাতীয় প্রতিবাদ দিবস' পালনের সাথে সাথে ঐ দিন দিল্লীতে হবে যৌথ প্রতিবাদ বিক্ষোভ, শামিল হবেন লাগোয়া রাজ্যের শ্রমিক কর্মচারীরা।

কনভেনশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আই এন টি ইউ সি নেতা সঞ্জীব রেড্ডি বলেন, কেন্দ্রের বিলগ্নীর নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পাশাপাশি রেলে বিদেশী বিনিয়োগকে প্রতিরোধ করা হবে। রেলের বৃহত্তম ইউনিয়ন এইচ এম এসের অনুমোদিত অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেন্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে বলা হয় রেলে বিদেশী বিনিয়োগের বিরুদ্ধে 'লাগাতার ধর্মঘট' ডাকার এখনই সময়। যে কোনও মূল্যে কেন্দ্রের এই পদক্ষেপের বিরোধীতা করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়। বি এম এস-র সাধারণ সম্পাদক ব্রিজেশ উপাধ্যায় বলেন, মোদী সরকার তার আগের সরকারের 'নীতি পঙ্গুত্ব' নিয়ে সমালোচনা করে, অথচ নিজেরা শ্রমিক বিরোধী নীতি নিয়ে শ্রমিকদেরই পঙ্গু করে চলেছে। স্বাধীনতার পর থেকে দেশে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ কত তা নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানান তিনি। উপাধ্যায় বলেন, 'সরকারের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নকে শুরুতেই সংঘাতে যেতে সরকারই বাধ্য করেছে। এক রাজস্থান সরকারই ৯৭.৩ শতাংশ শ্রমিককে শ্রম আইনের বাইরে হটিয়ে দিয়েছে।

সি আই টি ইউ-র সাধারণ সম্পাদক তপন সেন বলেন, আর্থিকক্ষেত্র সহ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বেপরোয়া বিলগ্নীকরণের পদক্ষেপের দ্বারা আক্রান্ত হবে দেশের অর্থনীতি, দেশের নিরাপত্তা। শ্রম আইন সংশোধনে কেন্দ্রের তৎপরতার তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, শ্রমমন্ত্রীর তরফে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইুনিয়নগুলির সঙ্গে আলোচনায় আশ্বাস দেওয়া হলেও কোনওরকম আলোচনা ছাড়াই সংশোধন করা হচ্ছে শ্রম আইন। সেই সঙ্গেই ৪৩, ৪৪ এবং ৪৫ তম ভারতীয় শ্রমসম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি রূপায়নে কেন্দ্রের নিষ্ক্রিয়তার তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। এ আই টি ইউ সি নেতা গুরুদাশ দাসগুপ্ত বলেন, ডিসেম্বরের ৫ তারিখ প্রতিবাদের শুরু, যা তৈরি করবে বৃহত্তর আন্দোলনের জমি। এছাড়াও অন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকেও বক্তব্য পেশ করা হয়। কনভেনশন পরিচালনা করে বি এন রাই (বি এম এস), অমরজিত সিং (এ আই টি ইউ সি), শিবগোপাল মিশ্র (এইচ এম এস), এ কে পদ্মনাভন (সি আই টি ইউ), সতবির সিং (এ আই ইউ টি ইউ সি), জি আর শিবশংকর (টি ইউ সি সি), লীলা বেন (এস ই ডব্লিউ এ), সন্তোষ রায় (এ আই সি সি টি ইউ), এস সিং (ইউ টি ইউ সি) এবং জে পি সিং (এল পি এফ)-কে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। এগারটি ট্রেড ইউনিয়ন ছাড়াও ছিলেন ব্যাঙ্ক, বীমা, প্রতিরক্ষা, রেল, তেল ও গ্যাস ক্ষেত্রের ফেডারেশনসমূহের নেতৃবৃন্দ। ছিলেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ। □

কার্যনির্বাহক কমিটির সভা

(অষ্টম পৃষ্ঠার পর)

পালিত হবে। জম্মু কাশ্মীরে যে বিধ্বংসী বন্যায় জনজীবন বিপর্যস্ত, যাকে জাতীয় বিপর্যয় হিসাবে গণ্য করা হয়েছে, সেই বন্যা দুর্গতদের ত্রাণে আমাদের চাঁদা তুলে ত্রাণ কার্যে সাহায্য করতে হবে।

সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবনার উপর ১৯ জন পুরুষ ও ৯ জন মহিলা প্রতিনিধি আলোচনা করেন। সকলের বক্তব্যকে সূত্রবদ্ধ করে জবাবী ভাষণ দেন সাধারণ সম্পাদক আর মুখুসুন্দরম। সুকোমল সেনের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর সভার কাজ শেষ হয়। এই কার্যকরী কমিটির সভাকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি ১৩ সেপ্টেম্বর আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে বেলা ৩টের সময় এক প্রকাশ্য সমাবেশের আয়োজন করে। ছুটির দিনেও প্রায় ১০ হাজার কর্মচারীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই সভায় অজয় মুখোপাধ্যায়, সুকোমল সেন, মুখুসুন্দরম, সুভাষ লাম্বা সহ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। বিহারে সরকারী কর্মচারী সংগঠনের নেত্রী বিন্দু সিং এই সভার একমাত্র মহিলা বক্তা ছিলেন। কার্যকরী কমিটি সভায় যোগ দিতে সারা দেশের ৮০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এই সভা থেকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ—

- জম্মু কাশ্মীর বন্যা ত্রাণ তহবিল অবিলম্বে সংগ্রহ করে জমা দিতে হবে।
- ১৫ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন কনভেনশনে সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করবেন সুভাষ লাম্বা, মঞ্জুল দাস ও বেদ প্রকাশ।
- ১৪ অক্টোবর সারা দেশে ''অ্যাকশন ডে'' পালিত হবে।
- শ্রম আইন সংস্কারের বিরুদ্ধে রাজ্য স্তরে এবং পরবর্তীতে জেলাস্তরে কনভেনশন হবে ১৪/১৫ নভেম্বর।
- ২০১৫ সালের জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের জাতীয় সম্মেলন পঞ্জাবে অনুষ্ঠিত হবে। ৫ টাকা করে সংগঠন তহবিল সংগ্রহ করা হবে।□

সুতপা হাজরা

কয়লার কালি লাগলো এন ডি এ, ইউ পি এ সরকারের গায়ে

গত ২৫ আগস্ট সুপ্রিম কোর্টের তিন সদস্যের একটি ডিভিসন বেঞ্চ কয়লা কেলেঙ্কারি সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছে। বস্তুত সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের এই রায় কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের বক্তব্যকে প্রমাণিত করে। কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল প্রাথমিকভাবে বলেছিল কয়লা ব্লক খাদান বন্টনের ক্ষেত্রে দেশের কোষাগারের ক্ষতি হয়েছে ১০ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকা। পরবর্তীকালে আবার হিসাব বদলে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে তারা জানিয়েছে।

দেশের কর্পোরেট মালিকদের সুবিধার্থে কেন্দ্রের সরকারগুলি ১৯৯৩ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ১৭ বছরে যে ২১৮টি কয়লাখনি বণ্টন করেছে তার সবটাই বেআইনী বলে জানিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্ট এও জানিয়েছে, ১৯৭৩ সালের কয়লাখনি রাষ্ট্রায়ত্ত আইনে বেসরকারী কোনো সংস্থাকে বরাত দেওয়ার সুযোগ নেই। রাজ্য সরকারের অধীন সংস্থাও বাণিজ্যিক কারণে খনন চালাতে পারে না। বিলি বণ্টন হওয়া খনিগুলি দেশের সম্পত্তি। সেই কারণে জনস্বার্থ ব্যাহত হয়েছে এই প্রক্রিয়ায়। কোনো স্বচ্ছ ও ন্যায্য প্রক্রিয়ায় চলা হয়নি। সব মিলিয়ে জাতীয় সম্পদের অন্যায্য বণ্টন হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বলা যায়, ২১৮টি খাদানের ১০৫টি দেওয়া হয়েছে বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থাকে। ৯৯টি পেয়েছে সরকারী সংস্থা ও ১২টি দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ প্রকল্পে নিযুক্ত সংস্থাকে। এই প্রকল্পের অনেকগুলি রয়েছে আবার বেসরকারী হাতে।

পি.ভি. নরসিমা রাওয়ের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের কয়লামন্ত্রক ১৯৯২ সালে কয়লা খাদান বরাত দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত রাজ্যগুলিকে মেনে নিতে হয়েছিল। তবে কিছু রাজ্য সরকার প্রথম থেকেই এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি। বিশেষত বেসরকারী সংস্থাকে নিজেদের ব্যবহারের জন্য বরাত দেওয়া। পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার প্রথম থেকেই এই নীতির বিরোধিতা করেছিল। কোন সংস্থাকে বরাত দেওয়া হবে তা ঠিক করার দায়িত্ব দেওয়া হয় কয়লা মন্ত্রকের সচিবের নেতৃত্বাধীন বাছাই কমিটিকে। মুখ্যত বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বিলি হয়েছে খাদান। তবে ওড়িশার তলাবিয়ার বিড়লা গোষ্ঠীর মালিকানাধীন হিন্ডালকো সংস্থার মতো কিছু ক্ষেত্রে কেন্দ্রের সর্বোচ্চ স্তর থেকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শীর্ষ আদালত এই দিন মন্তব্য করেছে, ঐ বাছাই কমিটির কোনো আইনী স্বীকৃতি নেই। আদালত অবশ্য এদিন এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি যে গোপন প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের বিচারে বরাতই একমাত্র স্বচ্ছ উপায়। সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্ত দেশের বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। কারণ বেসরকারী সংস্থাগুলিকে শিল্পের প্রয়োজনে নিজস্ব বিদ্যুৎ তৈরির জন্য এইসব কয়লাখনি বিলি করা হয়েছিল। ১২টি বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের জন্যও ১২টি কয়লাখনি বণ্টন করা হয়। এখন ১৯৯৩ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে সব খনি বণ্টনই বেআইনী হয়ে গেলে, এই শিল্প ও বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির কি হবে? ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ চূড়ান্ত রায়ে সুপ্রিম কোর্ট বেআইনিভাবে বণ্টিত ২১৮টি কয়লা খনির মধ্যে ২১৪টির বরাত বাতিল করে দিয়েছে। এছাড়াও ঐ রায়ে বলা হয়েছে, এই সংক্রান্ত বেনিয়মকে কেন্দ্র করে সিবিআই তদন্ত জারি থাকবে। □

প্রণব কুমার কর

শ্রম আইন সংস্কার

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

বাড়বে অথচ তাঁদের কোনো রক্ষাকবচ থাকবে না। শুধু তাই নয়, পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং-এ যেহেতু বিরাট অংশের চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক-কর্মচারীরা আছেন ফলত তাঁরাও এই বঞ্চনার বাইরে থাকবেন না।

পাল্টা দাবি করা হয়েছে সি আই টি ইউ থেকে। তপন সেন বলেছেন বরং এমন কেন্দ্রীয় আইন হোক যাতে রাজ্য সরকারগুলি বাধ্যতামূলকভাবে পরিবর্তনশীল মহার্ঘ ভাতা চালু করে প্রতি ছ'মাস অন্তর তৎসময়ের বিদ্যমান মূল্যসচক (CPI) এর উপর ভিত্তি করে।

আই এন টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি ও আই.এল.ও-র গভর্নিং বডির সদস্য আর চন্দ্রশেখরন জানিয়েছেন একটি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার শ্রমিক এবং গরিব মানুষদের স্বার্থ এবং স্বাচ্ছন্দ্য হরণ করছে।'

বিএমএস-এর সাধারণ সম্পাদক বিরেশ উপাধ্যায় বলেছেন, এখন ট্রেড ইউনিয়নগুলির ৯৯ শতাংশ কাজই হচ্ছে শ্রম আইন অমান্য করার জন্য মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা, দাবি জানানো। এখন তো আইনটার রক্ষাকবচই তুলে দেওয়া হচ্ছে। রাজস্থান সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার মারাত্মক ভুল করছে।

'সুদিন'-এর স্বরূপ এখন দেশবাসী বুঝতে পারছে। আরো ভয়ঙ্কর আগ্রাসী এক সরকার আজ কেন্দ্রে আসীন। শুধু কেন্দ্রে নয়, রাজ্যে রাজ্যে শ্রম আইন সংস্কারের চেষ্টা চলছে। আমরাও চুপ করে নিস্পৃহ থাকতে পারি না। এর বিরুদ্ধে প্রবল কর্মচারী মত সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই করা প্রয়োজন। □

মানস দাস

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
43rd Year 5th Issue, September 2014

Regd. No. : 18484/71
Price : One Rupee

১ সেপ্টেম্বর ২০১৪

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনজোয়ারে উত্তাল রাজপথ

আন্তর্জাতিক যুদ্ধবাজদের নৃশংসতা যতই বৃদ্ধি পাবে, ততই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী তীব্র ঘৃণা নিয়ে রাজপথের দখল নেবে বিশ্বের নানা প্রান্তের শান্তিকামী মানুষ। ১ সেপ্টেম্বর'২০১৪ বিশ্ব শান্তি দিবসে কলকাতা মহানগরী সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জেহাদের বহিঃপ্রকাশ প্রত্যক্ষ করলেন রাজ্যবাসী। কেন্দ্রীয়ভাবে ১৫টি বামপন্থী দলের আহ্বানে আয়োজিত মৌলালীর রামলীলা ময়দান থেকে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, রাজাবাজার, গ্যাসস্ট্রিট, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট হয়ে দেশবন্ধু পার্ক পর্যন্ত প্রতিবাদী মানুষের জনস্রোতে ভাসলো কলকাতার রাজপথ। নয়া উদারনীতির পথে হেঁটে দেশের শাসকশ্রেণী যখন সাম্রাজ্যবাদের পায়ে দেশকে সঁপে দিতে বদ্ধ পরিকর, তখন এ রাজ্যের ঐতিহাসিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পরম্পরাকে বজায় রেখেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসহ কেন্দ্রীয় সরকারের দেশ বিক্রির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও চরম ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে পথে নেমেই দেশ রক্ষার শপথ নিল এই মহামিছিল।

ভারী বর্ষণকে উপেক্ষা করেই রামলীলা ময়দান থেকে ঠিক দুপুর ২টায় জনতরঙ্গ এগোতে শুরু করে দেশবন্ধু পার্কের উদ্দেশে। তিনটে চল্লিশ মিনিটে মহামিছিলের অগ্রভাগ যখন দেশবন্ধু পার্কের সভা মঞ্চ স্পর্শ করেছে, তখনও মিছিলের শেষ প্রান্ত মৌলালীতেই। মিছিল যত এগিয়েছে রাস্তার দুপাশ থেকে মিছিলের ঘনত্ব বাড়িয়েছেন অগণিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শান্তিকামী মানুষ।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্লোগান, গান, কবিতায় মুখরিত ছিল এই মহামিছিল, শামিল ছিল অসংখ্য সুসজ্জিত ট্যাবলো। কোনটাতে ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছবি, শ্লোগান আবার কোনটায় ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অসংখ্য লাল পতাকা, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ডে বর্ণময় হয়ে উঠেছিল এই জনস্রোত। শ্রমিক-কর্মচারী-কৃষক-ছাত্র-যুব-মহিলা-শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ ঘটেছিল এই জনতরঙ্গে। লক্ষাধিক মানুষের জনস্রোত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জানিয়ে দিল আন্দোলন সংগ্রামের রাজপথে বামপন্থীরাই প্রতিরোধের ব্যারিকেড গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর।

এই মহামিছিলের বিভিন্ন ট্যাবলো, প্ল্যাকার্ড, নেতৃত্ববৃন্দের বক্তৃতায় উঠে এসেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ মদতে প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলী হিংস্র বর্বরতার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা এবং ধিক্কার। বিশ্বব্যাপী শান্তিকামী মানুষ যখন এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন, তখন কিন্তু ভারত সরকার প্যালেস্তাইনের জনগণের উপর ইজরায়েলের পাশবিক আক্রমণকে নিন্দা না করে তাকে আড়াল করতেই উদগ্রীব। এই রাজ্যের শাসক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে তোষণ করার লক্ষ্যে গাজা ভুখন্ডে নিহত সহস্রাধিক সাধারণ নাগরিকের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করতে পর্যন্ত কুণ্ঠিত বোধ করে। এই মহামিছিল তাই মানবতার শত্রুকে চিহ্নিত করতে রাজ্যবাসীকে সাহায্য করে।

মহামিছিলের শেষে রাজ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু সভা মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই একদিনের মহামিছিলে শেষ হবে না, পুঁজিবাদের শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে মানুষের লড়াইকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে মিশিয়ে লড়তে হবে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি শুধু যুদ্ধই করছে না, তারা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মাটির নিচের জল থেকে শুরু করে খনিজ সম্পদ, জমি, আকাশ সব কিছু দখল করে নিচ্ছে। এতদ্‌সত্ত্বেও কেউ কেউ চোখে ঠুলি এঁটে সাম্রাজ্যবাদের বিপদকে দেখতে পাচ্ছে না। তিনি আরও বলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যত মানুষের মৃত্যু হয়েছিল তার থেকে অনেক বেশী মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের কারণে। একমাত্র বামপন্থীরাই সাম্রাজ্যবাদী এই বিপদ সম্পর্কে সচেতন। তাই এদিনের মিছিল বৃহত্তর বামপন্থী ঐক্য গড়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শান্তির সপক্ষে সোচ্চার হয়েছে। আগামী দিনে আরও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম জারি রাখার শপথ গ্রহণ করেন দেশবন্ধু পার্কের সভায় উপস্থিত সংগ্রামী জনতা। □

মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী, সুব্রত কুমার গুহ

আলোচনার ফল জানতে চেয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে পত্র

পত্র নং ঃ কো-অর্ডি - ৬৪/১৪ কলকাতা তারিখ ঃ ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৪

মাননীয় শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়,
শিক্ষা মন্ত্রী,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

বিষয় ঃ সরকারী কর্মচারীদের অমীমাংসিত জরুরী দাবীগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আলোচনা।

মহাশয়,

গত ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ নবান্নে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে আপনি মন্ত্রীসভার পক্ষ থেকে আমাদের সংগঠনের কেন্দ্রীয় বিক্ষোভ সমাবেশের দাবীপত্র গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে প্রায় ১ ঘণ্টা ধরে কর্মচারীদের ৫ দফা জ্বলন্ত দাবীগুলি নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা হয়। তাতে আপনি ওয়ার্ক চার্জড কর্মচারীদের জেলা ভিত্তিক নামের তালিকা দিতে বলেন। এ ক্ষেত্রে আমরা তালিকা দ্রুত আপনার কাছে প্রেরণ করব। বদলীর বিষয়ে কিছু অভিমত আপনি দিয়েছেন, আমরা সেইমত উদ্যোগ গ্রহণ করব কিন্তু সাথে সাথে আমলাতন্ত্র ও বিরোধী সংগঠনের নির্দেশে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বদলীর আদেশ বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের রিপোর্ট ও টেকনিক্যাল কর্মচারীদের বেতন স্কেলের অসংগতি দূর করার জন্য নিয়োজিত অমিতাভ চ্যাটার্জী কমিটির রিপোর্ট কার্যকরী করার বিষয়গুলিও উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচনায় কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য গঠিত সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ক্ষেত্রে ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের দাবী জানানো হয়েছে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে সমস্ত স্তরের নিয়োগের বিষয়ে আলোচনা হলে আপনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমেই নিয়োগের আশ্বাস দেন এবং এ ব্যাপারে কিছু অভিমত দেন। আমরা সেইমত প্রয়োজনীয় তথ্য আপনার কাছে প্রেরণ করব। অনিয়মিত/চুক্তি প্রথায় নিয়োজিত কর্মচারীদের নিয়মিত করণের বিষয়টি আলোচনায় উত্থাপিত হলে আপনি কিছু সমস্যার কথা জানান। আমরা বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনার জন্য আপনাকে অনুরোধ করি।

সর্বোপরি মূল্যবৃদ্ধির ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত বেতনের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৪৯ শতাংশ বকেয়া মহার্ঘভাতার বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়। এ ক্ষেত্রে কর্মচারীদের বিপুল ক্ষোভ ও উদ্বেগের কথা আমরা আপনাকে জানাই। শারদ অবকাশের আগে মহার্ঘভাতার বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার দাবীও জানিয়েছিলাম। আপনি আলোচনায় বলেছিলেন যে, মহার্ঘভাতার বিষয়ে আমাদের এই উদ্বেগের কথা আপনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবেন। এতে আমরা আশ্বস্ত হয়েছিলাম এবং ঐ দিনের রানি রাসমণি এভিনিউ এবং শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কে অনুষ্ঠিত কর্মচারীদের সমাবেশে তা ঘোষণাও করা হয়েছিল। ইতোমধ্যে আমরা জানতে পেরেছি শারদ অবকাশের আগে রাজ্য মন্ত্রীসভার শেষ বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে। সেখানে মহার্ঘভাতার বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। এর ফলে কর্মচারীদের মধ্যে পুনরায় অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে। সংগঠনও এ বিষয়ে কোন সংবাদ না পাওয়ায় অন্ধকারে রয়েছে। রাজ্যের সমগ্র কর্মচারী সমাজ দীর্ঘ প্রায় এক ঘণ্টার আলোচনায় সমস্যা সমাধানে অগ্রগতি ঘটবে বলে আশা করেছিল।

সেইমতো সংগঠনের পক্ষ থেকে আপনার কাছে আমাদের অনুরোধ উপরিউক্ত বিষয়গুলির সমাধানে এবং সমস্যাগুলি সম্পর্কে রাজ্য সরকারের সুস্পষ্ট অবস্থান ও সিদ্ধান্ত আমাদের অবিলম্বে অবহিত করবেন।

আশা করি, রাজ্য মন্ত্রীসভার একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী এবং মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে গত ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ দাবীপত্র গ্রহণ এবং আলোচনায় আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনি যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন সেইমতো আমাদের দাবীগুলির সমাধানে রাজ্য সরকারের সুস্পষ্ট অবস্থান ও সিদ্ধান্ত জানানোর উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

ধন্যবাদান্তে,

ভবদীয়

(মনোজ কান্তি গুহ)
সাধারণ সম্পাদক

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের জাতীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সভা

ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে ১২-১৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হল সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের জাতীয় কার্যনির্বাহক কমিটির দু'দিনব্যাপী সভা। ১২ তারিখ রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করে কর্মসূচীর সূচনা করেন সংগঠনের সিনিয়র ভাইস- চেয়ারম্যান সুকোমল সেন। এরপর সাধারণ সম্পাদক মুখুসুন্দরম সহ অন্যান্য রাজ্যের নেতৃত্ব শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সুকোমল সেন। শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন সহ-সাধারণ সম্পাদক শ্রীকুমার এবং অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষে স্বাগত ভাষণ পাঠ করেন ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির সুভাষ সাহা।

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আর মুখুসুন্দরম তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে আন্তর্জাতিক সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে ইজরায়েল কর্তৃক গাজা আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন। বলেন, বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ আক্রমণকারী ইজরায়েল ও আক্রান্ত গাজা উভয়ের সঙ্গে সমান দূরত্ব রাখার জন্য সংসদে এ বিষয়ে আলোচনার অনুমতি দেননি। ব্রিকস্-এর নতুন ব্যাঙ্ক আগামীদিনে আশার আলো দেখাবে বলেই তিনি মত প্রকাশ করেন। দেশের নতুন বিজেপি সরকার নব্য উদারনীতির প্রয়োগ ব্যাপকভাবে ঘটাচ্ছে, কোর সেক্টর যেমন ব্যাঙ্ক, বীমা, প্রতিরক্ষা ও পেনশন ফান্ডের বেসরকারীকরণ ও পরিকল্পনা কমিশনের অবলুপ্তি তারই প্রমাণ। এই সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর দেশে ৬০০টির বেশি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। শিক্ষক দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ ধর্মান্ধতাকেই উস্কে দিয়েছে। এরা ট্রেড ইউনিয়ন মুক্ত বিশ্ব গঠন করতে চাইছে। তাই শ্রম আইনের অ্যামেন্ডমেন্ট করেছে। রাজস্থানে পরিবহন শ্রমিকরা এর বিরুদ্ধে ২দিন ব্যাপী ধর্মঘট করেছেন।

১৫ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির কনভেনশনের পর বেকারী, মূল্যবৃদ্ধি, শ্রম আইনের সংস্কার বেসরকারীকরণসহ বিভিন্ন দাবিতে ৫ ডিসেম্বর দেশ জুড়ে প্রতিবাদী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নস-এর আহ্বানে বেকারীর বিরুদ্ধে আগামী ১৪ অক্টোবর সারা দেশে ''ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন ডে''

(সপ্তম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে)

ছাত্র বিক্ষোভ

রাতের অন্ধকারে অবস্থানরত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ওপর পুলিশ পাঠিয়ে যে অমানবিক নির্যাতন উপাচার্যের পক্ষ থেকে করা হয়েছে তার প্রতিবাদে সর্বস্তরের মানুষ, বিশেষত অন্যান্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও সংগঠন নির্বিশেষে পথে নেমেছে। এই প্রশ্নে রাজ্য সরকারের ভূমিকাও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়।

যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিন্দনীয় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উত্তাল কলকাতার ছাত্র সমাজ

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।